NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম পেশাজীবী মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলি

প্রচারে হঠাৎই সিপিএম কার্যালয়ে ঢুকে ভোট ভিক্ষা তৃণমূল নেতার ৬

কলকাতা ৩১ মার্চ ২০২৪ ১৭ চৈত্র ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৮৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 31.3.2024, Vol.17, Issue No. 288, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সুপ্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রার্থী অজিত-জায়া সুনেত্রা

মুম্বই, ৩০ মার্চ: জল্পনা চলছিলই। সেটাই সত্যি ছিল। লোকসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে হবে ননদ-বৌদির লড়াই! শরদ পাওয়ার এবং অজিত পাওয়ার সম্পর্কে কাকা-ভাইপো। কিন্তু মাস কয়েক আগে ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টিতে ভাঙন ধরিয়ে এনডিএ শিবিরে যোগ দেন অজিত। এখন এনসিপিতেই দুই গোষ্ঠী। বিভক্ত পওয়ার পরিবারও। এই 'কোন্দল' এ বার ভোটে ময়দানেও। পওয়ারদের খাসতালুক মহারাষ্ট্রের বরামতীতে হবে দুই পওয়ারের সম্মুখ সমর। বরামতীর বিদায়ী সাংসদ সুপ্রিয়া সুলেকেই দাঁড় করিয়েছে শরদ গোষ্ঠী। শনিবার অজিতের এনসিপি ওই বরামতীতেই প্রার্থী হিসাবে বেছে নিয়েছে সুনেত্রা পাওয়ারকে। তিনি মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিতের স্ত্রী। শনিবার অজিত গোষ্ঠীর তরফে সুনেত্রার নাম ঘোষণা করেন এনসিপি নেতা সুনীল তটকরে। প্রার্থী ঘোষণার সময় অবশ্য সুনীল বলেন, 'এই লড়াইকে পারিবারিক কলহ হিসাবে না দেখে মতাদর্শের প্রতিযোগিতাই বলা সমীচীন।'

শতাব্দীর বিরুদ্ধে প্রাক্তন পুলিশকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আরও দু'টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি। ঝাড়গ্রাম আসনে প্রার্থী করা হয়েছে প্রণত টুডুকে। আর বীরভূমে তৃণমূলের শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে পদ্মশিবির প্রার্থী করল সদ্য প্রাক্তন পুলিশকর্তা দেবাশিস ধরকে। এই নিয়ে রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৪০টিতে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি। তবে রাজ্যের আরও দু'টি আসনে এখনও প্রার্থী দেয়নি তারা। এই আসনগুলি হল আসানসোল এবং ডায়মন্ড হারবার। দেবাশিস এবং প্রণত ভোটের ময়দানে নামতে পারেন; বেশ কয়েক দিন ধরেই এমন জল্পনা চলছিল। কিছু দিন আগেই কর্মজীবন থেকে অবসর নেন সদ্য প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক দেবাশিস। রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন তিনি। তাঁর ইস্তফায় বাংলার রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তখনই শোনা গিয়েছিল বিজেপির টিকিটে লোকসভা ভোটে লড়তে পারেন দেবাশিস।

জল বোর্ড দুর্নীতিতে চার্জশিট

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ: আবগারি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ একাধিক শীর্ষ আপ নেতা জেলবন্দি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নতুন করে দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাস গেহলটকে তলব করেছে ইডি। এর মধ্যেই দিল্লি জল বোর্ড মামলায় আদালতে প্রথম চার্জশিট দাখিল করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট। ওই চার্জশিটে নাম রয়েছে দিল্লি জল বোর্ডের প্রাক্তন প্রধান জগদীশ কুমার আরোরার। দিল্লি জল বোর্ডের অধীনে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সে সময় এই বোর্ডের প্রধান ছিলেন জগদীশ। অভিযোগ, ঘুষ-বাবদ যে টাকা নেওয়া হয়েছিল, তা আপের নির্বাচনী তহবিলে গিয়েছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই টাকা নয়ছয়ের ব্যাপারটিও ইডি চার্জশিটে উল্লেখ করেছে। জগদীশ ছাড়াও চার্জশিটে আরও তিন জনের নাম রয়েছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

আজ থেকে লোকসভা ভোটের প্রচারে মমতা

আগামী সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে লাগাতার কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: অসুস্থতা কাটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ফের লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করতে চলেছেন। এই দিন তিনি প্রচার করবেন কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে। এর পরে আগামী সপ্তাহে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর লাগাতার প্রচার কর্মসূচি রয়েছে কৃষ্ণনগরের সভা ছাড়াও পরের পাঁচ দিনে তাঁর আটটি সভা রয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে। ৪ এপ্রিল থেকে উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী জনসভা করতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতে জনসভা করার কথা তাঁর।

প্রথম পর্যায়ে ইদের আগে উত্তরবঙ্গে চারটি জনসভা করবেন তিনি। ৪ তারিখ কোচবিহার, ৫ তারিখ আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে জনসভা করতে পারেন তিনি। ইদের আগেই কলকাতায় ফিরতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি মহুয়া মৈত্রর কলকাতার বাড়ি-সহ পার্টি অফিসেও তল্লাশি চালায় ইডি। এর আগে টাকার বদলে সংসদে প্রশ্ন মামলায় নামমাত্র তদন্ত করে তাঁর সাংসদ পদ বাতিলের সুপারিশ করে এথিক্স কমিটি। সেই মতো মহুয়া আর সাংসদ নন। কিন্তু প্রথম থেকেই তৃণমূল নেত্রী মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন। ফের কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে প্রার্থী করে সেই বার্তা আরও স্পষ্ট করেছেন মমতা। দু'দিন আগেই ওই কেন্দ্রেরই বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়কে ফোন করে সাহস যোগান স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার লোকসভার প্রচার মহুয়ার সমর্থনে সভা থেকেই শুরু করতে চলেছেন তিনি। এরপর ৪ এপ্রিল থেকে দফাভিত্তিক প্রচার শুরু হবে তাঁর। প্রথমেই যাবেন উত্তরবঙ্গে। ৩ এপ্রিল কলকাতা থেকেই রওনা হবেন তিনি। ৪ থেকে ৬ এপ্রিল, তিন দিনে উত্তরবঙ্গে মোট ৬টি সভা করবেন তিনি। ৪ এপ্রিল কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি, ৫ এপ্রিল আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি এবং ৬ এপ্রিল বালুরঘাট ও রায়গঞ্জে সভা রয়েছে তাঁর। এরপর ৭ এপ্রিল বাঁকুড়া ও ৮ এপ্রিল পুরুলিয়াতেও সভা রয়েছে তাঁর।

শহরে বাড়ছে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলা বাড়তেই হু হু করে চড়ছে পারদ। ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার দেখে অনেকেই মরুশহরের সঙ্গে আমাদের শহরের তুলনা করতে শুরু করেছেন। হাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুসারে শনিবার রাজস্থানের তাপমাত্রা যেখানে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল, সেখানে আমাদের শহরের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছে। তবে চৈত্রের শুরুতেই এইরকম গরমের হাত থেকে রেহাই দিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও তাতে সাময়িক স্বস্তি মিলবে বলেই মত আবহাওয়াবিদদের। খুব বেশি পারাপতন দেখা যাবে না বঙ্গে। সপ্তাহান্তে আরও বাড়বে তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি ছুঁতে পারে পারদ। ভয় ধরিয়ে এমনটাই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। আগামী ২ দিনে কলকাতার তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৪০-এর কাছাকাছি চলে যাবে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৫৩ থেকে ৯০ শতাংশের আশপাশে।

পুলিশ, সিবিআইয়ের পর এবার ইডির হাতে গ্রেপ্তার শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃতীয় বার গ্রেপ্তার হলেন শাহজাহান শেখ। প্রথমে রাজ্য পুলিশ, তার পরে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। এ বার তাঁকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে অসহযোগিতার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে শাহজাহানকে।

সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা অবশ্য ইডির গ্রেপ্তারির আগে থেকেই ছিলেন জেলে। চলতি সপ্তাহেই তাঁর সিবিআই হেপাজতের মেয়াদ শেষ হয়েছে। তার পর থেকে বসিরহাটের জেলে রয়েছেন শাহজাহান। শনিবার তাঁকে জেলের ভিতরেই জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিল ইডি। বসিরহাট আদালতের কাছ থেকে সেই অনুমতি পেয়ে দুপুরেই শাহজাহানকে জেরা করতে গিয়েছিলেন ইডির গোয়েন্দারা। কিন্তু বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ইডির তরফে। ইডি সূত্রে খবর, শাহজাহানের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্তেই শনিবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় শাহজাহানকে। কিন্তু সন্দেশখালির তৃণমূল নেতার কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোনও সদুত্তর মেলেনি। রেশন দুর্নীতি ছাড়াও শাহজাহানের বিরুদ্ধে আরও একটি দুর্নীতিতে জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে ইডি। তদন্তে তারা জানতে পেরেছে ভেড়ির মাছ আমদানি রপ্তানির ব্যবসাতেও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন শাহজাহান। এ ছাড়া ইডির আইনজীবীর দাবি, শাহজাহানের ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার সম্পত্তিরও হদিশ পাওয়া গিয়েছে। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, গোয়েন্দারা এই কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির উৎসও জানতে চান। কিন্তু শাহজাহান এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব না দেওয়াতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে।

তবে ইডি গ্রেপ্তার করলেও শাহজাহান আপাতত ইডি হেপাজতে যাচ্ছেন না। শনিবার তাঁকে শোন অ্যারেস্ট করেছে ইডি। অর্থাৎ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার বলে দেখানো হয়েছে। আপাতত জেলেই থাকবেন তিনি। তবে তাঁকে হেপাজতে নেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে ইডির।

মথুরাপুরে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মথুরাপুর: শনিবার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে ঢোলাহাট থানা সংলগ্ন মাঠে কর্মিসভার আয়োজন করেছিল সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল। এই সভাতেই যোগ দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি। পাশাপাশি, বিজেপিকে একের পর এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। মঞ্চ থেকে অভিষেক বলেন, '২ কোটি ১২ লক্ষ লদীর ভান্ডার। বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। আর তিন বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা। গ্যাস, ডাল, রসুন আচ্ছে দিন। চোখে দেখে বিচার করুন। আধারকার্ড, প্যান কার্ড লিঙ্ক করার নামে হাজার টাকা করে তুলে নিয়ে যান। দিদি না মোদি কার গ্যারান্টিতে বিশ্বাস করেন? দিদির গ্যরান্টি। নিজেকে প্রশ্ন করুন। ১৫ লাখ, ২ কোটি বেকারের চাকরি। নোটবন্দি ১৪০ জন মারা যায়। বাড়ির টাকা পেয়েছেন? না। পথশ্রী। সামাজিক প্রকল্প। ২ হাজার কিমি দূরে থাকে। আর দিদি ৫০ কিমি দূরে থাকেন। কার গ্যারান্টি বিশ্বাস করবেন।' কেন্দ্র সরকারকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে

অভিষেক বলেন, '১৭ টা রাজ্যে বিজেপি রয়েছে, সবাইকে কি এই ধরনের প্রকল্প দিতে পেরেছে? পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। রান্নার গ্যাস পাঁচ বছর ফি করে দিক না বিজেপি, দেখি। আমি বলছি ৪২ আসনে আমরা প্রার্থী তুলে নেব।' বিজেপিকে বিঁধে অভিষেক বলেন, '৭০ টা আসনে জিতে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে দিয়েছে ওরা। ৫৯ লক্ষ শ্রমিককে ২ বছরের বকেয়া আটকে রেখেছে। কিন্তু তা মিটিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ইডি যে টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে তা ফেরত দেব বলে আশ্বাস দিচ্ছে বিজেপি। ১০ বছরের সারদা তদন্ত চলছে কেউ টাকা ফেরত পেয়েছেন। ১০০ কোটি মানুষকে ৩ হাজার কোটি টাকা ফেরত দিলে ২১ টাকা করে পাবে।' আবাস ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'গরম বাড়ায় বিজেপি নেতারা পাগলামি করছে। ওরা নাকি বাড়ির টাকা পাঠিয়েছে! তালিকায় নাম থাকলে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। বিজেপির দয়া দাক্ষিণ্য দরকার নেই। এ বছরের শেষে বাড়ির টাকা আমরা দেব।' লোকসভা ভোটে জয়ের ব্যবধান বাড়াতে দলীয় নেতা কর্মীদেরকে কার্যত লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর কথায়, 'ডায়মন্ড হারবার ৪ লাখ আর মথুরাপুরে ৩ লাখ ভোটে জেতাতে হবে।' দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার এবং মথুরাপুর লোকসভায় এখনও পর্যন্ত প্রার্থীই ঘোষণা করতে পারলো না বিজেপি। এদিন সেই ইস্যুতে অভিষেক বলেন, 'বিজেপি ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থী পাচ্ছে না। চার আসনে ইডি, সিবিআইয়ের ডিরেক্টররা দাঁড়াক। মেঘের আড়ালে থেকে নয়, সরাসরি লড়াই হোক। বাংলা বিরোধীদের ইউপি, গুজরাতে বিসর্জন করে দিতে হবে।'

জাল ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট মামলায় প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা উদ্ধার

বাংলাকে পিছনে ফেলেছে দিল্লি ও হরিয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের মুখে অত্যন্ত তৎপরতা দেখা যাচ্ছে আয়কর দপ্তর। আর এই তৎপরতা খুব বেশি নজরে আসছে পশ্চিমবঙ্গে। তবে রিপোর্ট বলছে, আয়কর ফাঁকির দিক থেকে বাংলাকে পিছনে ফেলেছে অন্য বেশ কিছু রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এই তালিকায় রয়েছে হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ , মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গুজরাত এবং রাজস্থান। খুব স্পষ্ট ভাবে বললে, আয়কর ফাঁকির দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গকে পিছনে ফেলেছে দিল্লি এবং হরিয়ানা। পণ্য ও পরিষেবা কর কর্তৃপক্ষের একটি অভিযান থেকে জানা গিয়েছে, চলতি অর্থ বছরে ১৯,৬৯০ কোটি টাকার বেশি জাল ইনপুট-ট্যাক্স ক্রেডিট দাবির ১,৯৯৯টি মামলা হয়েছে। এদিকে তথ্য বলছে, গত অর্থ বছরে একইভাবে ১৩ হাজার ১৭৫ কোটি টাকার ১ হাজার ৯৪০টি মামলা হয়। যার মধ্যে ১ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে এই আর্থিক বছরে এই বৃদ্ধি ৪৯ শতাংশ বলেই মনে করা হচ্ছে। রিপোর্ট বলছে, হরিয়ানাতে এরকম আয়কর ফাঁকির সংখ্যা ধরা পড়েছে ১৮৬টি। যেখানে টাকা ফাঁকির অঙ্ক ৬০৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে থেকে উদ্ধার করা টাকার অঙ্ক ১২৩২ কোটি টাকা। আয়কর ফাঁকির ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২০ জনকে। এরপরই তালিকায় আসছে দিল্লির নাম। দিল্লিতেও আয়কর ফাঁকির সংখ্যা কম নয়। রিপোর্ট বলছে, আয়কর ফাঁকি দেওয়া টাকার পরিমাণ ৪৭৯০ কোটি টাকা। যেখানে টাকা উদ্ধার হয়েছে মাত্র ৬৬ কোটি। গ্রেপ্তারির সংখ্যা ১৬। তবে পশ্চিমবঙ্গে আয়কর ফাঁকি দেওয়ার সংখ্যা কিন্তু পিছনে ফেলেছে দিল্লি এবং হরিয়ানাকে। পশ্চিমবঙ্গে আয়কর ফাঁকির মোট পরিমাণ ২০৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে উদ্ধার করা গিয়েছে ৩৯ কোটি টাকা এবং গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৯।

তবে এই রিপোর্টে লক্ষণীয় যে, বিজেপি শাসিত গুজরাত এবং উত্তরপ্রদেশও আয়কর ফাঁকির দিক থেকে পিছিয়ে নেই মোটেই। উত্তরপ্রদেশে আয়কর ফাঁকির সংখ্যা ৭১। আয়কর ফাঁকি দেওয়া হয়েছে ১,১৬৫ কোটি টাকার। এর মধ্যে উদ্ধার হওয়ার অর্থের পরিমাণ ৯৬ কোটি টাকা। গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৭ জন। আর প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নিজের রাজ্য গুজরাতে এই আয়কর ফাঁকির সংখ্যা ২৪১। যা সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের ঠিক পিছনেই। আয়কর ফাঁকির মোট টাকার পরিমাণ ৮০৩ কোটি টাকা। উদ্ধার হয়েছে ২৪১ কোটি টাকা। গ্রেপ্তারির সংখ্যাও ১৭। অর্থাৎ, এই রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট যে আয়কর ফাঁকির ঘটনা ঘটে চলেছে দেশজুড়ে।

ভোট ভাগাভাগি ফ্যাক্টর হতে পারে মালদা উত্তরে

শুভাশিস বিশ্বাস

এখন গনি নেই, প্রিয়ও নেই। তবু মালদা উত্তরের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে কংগ্রেস নেতা আবদুল গনিখানের নাম। গনিখান না থাকলেও কংগ্রেসের 'দুর্গ' হিসাবে এই মালদা উত্তর কংগ্রেসের দুর্গ হিসেবে অটুট ছিল আরও দশটি বছর। ২০০৯ সালে নতুন কেন্দ্র গঠনের পরও কংগ্রেসের প্রতীকে মালদা উত্তরে জয় পেয়েছিলেন গনির ভাগ্নি মৌসম বেনজির নুর। ২০১৪ সালেও হাত প্রতীকে সাংসদ নির্বাচিত হন মৌসম। তবে উনিশের লোকসভা নির্বাচনে হাত ছেড়ে ঘাসফুল প্রতীকে প্রার্থী হতেই মালদা উত্তর হাতছাড়া হয় মৌসমের। ত্রিমুখী লড়াইয়ের ভোট ভাগাভাগিতে জয়লাভ করেন বিজেপির খগেন মুর্মু। কংগ্রেসের দুর্ভেদ্যঘাঁটিতে থাবা বসায় পদ্ম শিবির।

উত্তর মালদা সম্পর্কে আরও একটা পরিসংখ্যান দিয়ে রাখা প্রয়োজন। এই লোকসভা কেন্দ্রের জনসংখ্যা ২৩ লক্ষ ১২ হাজার ৫৮৪। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৩ শতাংশ গ্রামে এবং প্রায় ৭ শতাংশ শহরে বসবাস করেন। এঁদের মধ্যে ৪২ শতাংশ সংখ্যালঘু মুসলিম, ৮ শতাংশ তপসিলি জাতি, ৬ শতাংশ তপসিলি উপজাতি এবং ৪৪ শতাংশ সাধারণ হিন্দু। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে মালদহ উত্তর কেন্দ্রে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ ২৫ হাজার ৪২৮। স্বাক্ষরতার হার প্রায় ৫৮ শতাংশ।

মালদা লোকসভা কেন্দ্রের ইতিহাস বলছে, এই আসনটি স্বাধীনতার পর থেকে বরাবরই কংগ্রেসের দখলে ছিল। মাত্র দু'বার জিতেছিল সিপিএম। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পরপর চারবার কংগ্রেস প্রার্থীরা জয় পান। কিন্তু ১৯৭১ সালে কংগ্রেসের কাছ থেকে আসনটি কেড়ে নেন সিপিএম প্রার্থী দীনেশ জোয়ারদার। ১৯৭৭ সালেও বামপ্রার্থী দীনেশবাবুই এই আসনে জয়লাভ করেন। এরপর ১৯৮০ সালের নির্বাচনে এই মালদহ লোকসভায় প্রার্থী হন কংগ্রেস নেতা বরকত গনি খান চৌধুরি। ১৯৮০ সাল থেকে আমৃত্যু ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা আটবার সাংসদ ছিলেন তিনিই।

এরপর ২০০৯ সালে নতুনভাবে আসন পুনর্বিন্যাসের জেরে মালদা ভেঙে গঠিত হয় মালদা উত্তর এবং মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্র। রায়গঞ্জ লোকসভা এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে মালদহ উত্তর কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয় (খরবা) চাঁচোল, হরিশ্চন্দ্রপুর আর রতুয়া। বালুরঘাট থেকে বেরিয়ে আসে গাজোল। খরবা আর আড়াইডাঙা বিধানসভা কেন্দ্র কার্যত বদলে যায় চাঁচোল আর মালতিপুরে। যোগ হয় মালদহ আর

হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র। মোট সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত হয় মালদা উত্তর লোকসভা আসন। সেবার কংগ্রেসের সঙ্গে জোর টক্কর হয়েছিল সিপিএমের। ৪৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল কংগ্রেস। ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ২৬৪টি ভোট পেয়ে জয়ী হন মৌসম। আর সিপিএমের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন সাইলেন সরকার।

সাইলেন পান ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ১২৩ ভোট। শতাংশের বিচারে ৪১ শতাংশ ভোট পান সাইলেন। ২০১৪ সালেও নিজের অবস্থান বজায় রেখেছিল কংগ্রেস। নেপথ্যে মৌসম নুর। সেবারের নির্বাচনে মৌসম নুর পান ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬০৯টি ভোট। সিপিএমের তরফে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন খগেন মুর্মু। ৩ লক্ষ ২২ হাজার ৯০৪ ভোট পান তিনি। তারই জেরে সিপিএমের ঝুলিতে ২২ শতাংশ ভোট আনেন খগেন। তবে এ বছর থেকেই মালদহে ভিত শক্ত করতে শুরু করে তৃণমূল। প্রায় ১৭ শতাংশ ভোট বাড়ায় তৃণমূল। সৌমিত্র রায়কে প্রার্থী করে তৃণমূল প্রায় ২ লক্ষ মানুষের সমর্থন কোড়ায় জোড়াফুল শিবির। তবে ২০১৯-এ চিত্রপট বদলায়। তৃণমূল আর কংগ্রেসের ভোট ভাগাভাগির জেরেই জয় পান বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। কারণ, খগেন পান ৫ লক্ষ ৯ হাজার ৫২৪ ভোট অর্থাৎ ৩৭.৬১ শতাংশ ভোট আর তৃণমূলের মৌসম নুর পান ৪ লক্ষ ২৫ হাজার ২৩৬ অর্থাৎ ৩১.৩৯ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে, কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরি পান ৩ লক্ষ ৫ হাজার ২৭০ ভোট। অর্থাৎ ২২.৫৩ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে, সিপিএম প্রার্থী বিশ্বনাথ ঘোষ পান ৫০৪০১ ভোট অর্থাৎ মাত্র ৩.৭২ শতাংশ ভোট। মৌসম আর ইশার ভোট শতাংশই বুঝিয়ে দেয় খগেনের সাফল্যের কারণ।

সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে মালদা উত্তরের রাজনৈতিক ছবি। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে সাতটির মধ্যে তিনটি বিজেপি এবং চারটি তৃণমূলের দখলে। আদিবাসী অধ্যুষিত গাজোল, হবিবপুর ও ওল্ড মালদহ, এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র বরাবরই 'সিপিএম দুর্গ' হিসাবে খ্যাতি থাকলেও বামেদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হয় এই তিন কেন্দ্রে। ফলে এর রঙ খুব দ্রুত বদলায় গেরুয়া রঙে। আদিবাসী এলাকায় গেরুয়া শিবিরের দ্রুত উত্থান যেমন সিপিএমকে নিশ্চিহ্ন করেছে, তেমনই কংগ্রেসকেও পিছনে ফেলে দেয়। এরপর ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের কিছুটা উত্থান ঘটে। উত্তর থেকে চারটি জেলা পরিষদের আসন পায় কংগ্রেস। বিজেপি পায় চারটি জেলা পরিষদের আসন। ১৪টি পঞ্চায়েতের বোর্ড দখল করে বাম-কংগ্রেস জোট। একটি পঞ্চায়েত সমিতিও দখল করে। ১৮টি পঞ্চায়েত ও একটি সমিতির দখল নেয় বিজেপি।

ফলে মালদা উত্তরে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রেক্ষিতে লড়াইটা দাঁড়িয়ে তৃণমূল আর বিজেপির মধ্যেই। ২০২৪-এর নির্বাচনেও খগেন মুর্মুকেই মুখ করেছে বিজেপি। আর তৃণমূলের মুখ প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও সেই ত্রিমুখী লড়াইয়ের কাঁধে ভর করে গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী খগেন মুর্মু জয়লাভের স্বপ্ন দেখছেন। শুধু তা-ই নয়, আসাউদ্দিন ওয়েসির 'মিম' এই কেন্দ্রে এবার প্রার্থী দিয়ে সংখ্যালঘু ভোট তছনছ করতে প্রস্তুত হচ্ছে বলে খবর। তাতে গেরুয়া শিবিরের জয়ের পথ আরও মসৃণ করতে পারে মিম। ফলে ভোট ভাগাভাগি হয়ে ভাগ্যদেবী কোন দিকে ঝোঁকে এখন সেটাই দেখার।

কুলপিতে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপির দুই জেলা আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলপি: কুলপির ঢোলাহাটের সভাতে অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি দিলীপ জাটুয়া এবং বিজেপি নেতা শান্তনু বাপুলি। দু'জনেই আগে তৃণমূলে ছিলেন। পরে তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। ২০২১ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে দিলীপ মন্দির বাজার থেকে এবং শান্তনু রায়দিঘি বিধানসভা থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন। এবার ফের তৃণমূলে ফিরে আসায় এই লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির শক্তি কিছুটা হলেও খর্ব হবে বলে মনে করছে শাসক দল। তবে বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। এদিন নতুন আসা দুই নেতার হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান খোদ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন তৃণমূলপন্থী বিশিষ্টরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র লঙ্ঘন, মিথ্যাচার ও বিভাজনের অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসপন্থী বিশিষ্টদের একাংশ কলকাতায় লাগাতার প্রচারাভিযানে নেমেছে। দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চের ব্যানারে এয়ারপোর্ট ১নং গেট বাস স্টপেজে ভিআইপি রোড ও যশোর রোডের সংযোগস্থলে শনিবারের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা চক্রবর্তী, দেবজ্যোতি বোস, শোভনসুন্দর বসু, সুদেষ্ণা রায়, দোলা সেন, পূর্ণেন্দু বসু-সহ বিশিষ্টরা। তাঁরা অভিযোগ করেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গরিব সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ। সাংবাদিক-সহ সাধারণ মানুষ ও বিরোধী দলের সকলকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ভয় দেখিয়ে ২০২৪-এর নির্বাচনের আগে মুখ বন্ধ রাখতে চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন। আগামী দিনে সব ক'টি লোকসভা কেন্দ্রে দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চের ব্যানারে এই প্রচার চালানো হবে বলে তাঁরা জানান।

শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সুদেষ্ণা রায় বলেন, 'আমরা চাই মহিলাদের সুরক্ষা। আমরা চাই উন্নয়ন, ভাঁওতাবাজি নয়। অথচ মোদি সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ ভাঁওতাবাজি ছাড়া কিছু নয়। ইলেক্টোরাল বন্ড সবচেয়ে বড় স্ক্যাম। আমরা চাই মানুষের পাশে থাকতে। মোদিকে হটাতে আমরা পথে নেমেছি। মানুষকে বুঝতে হবে কোন সরকার তাদের পাশে আছে। সেই বার্তাটাই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।' তৃণমূল নেত্রী দোলা সেন বলেন, রাজ্যের প্রাপ্য টাকা মোদি সরকার আটকে রেখেছে। গরিব মানুষ কাজ করেও টাকা পাচ্ছে না। অথচ প্রতিশ্রুতির বন্যা। রাজ্য সরকার সেই টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এখন আবার ইডির বাজেয়াপ্ত টাকা ফেরত দেওয়ার ভাঁওতাবাজি। এর বিরুদ্ধে মানুষকে একজোট হতে হবে। বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা এই বাংলায় জন্মেছি, এই বাংলাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। মোদি সরকার বাংলার প্রতি যে বঞ্চনা দেখাচ্ছে, যেভাবে প্রতিপদে বাংলাকে অপমান করছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। তাই মানুষকে একজোট হতে হবে।'

ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, হ্যায় প্রফুল্ল, হ্যায় গদ্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াশিং মেশিনে ঢাকা তুলে ছোট্ট প্রশ্ন... হ্যায় প্রফুল্ল, হ্যায় গদ্দার! হিমন্ত, নারায়ণ, অজিত পাওয়ার... হাউ আর ইউ? তৃণমূলের সাংবাদিক সম্মেলনে চমক। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং মেশিন ভাজপা। একেবারে ওয়াশিং মেশিন নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ ও আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতার পর দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সিবিআই-ইডি-আইটি-এনআইএ-র অপব্যবহারে সর্বকালীন রেকর্ড করেছে বিজেপি। এজেন্সি বিরোধীদের বিরুদ্ধে ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। আর সাফল্য মাত্র ০.৪ শতাংশ। নির্লজ্জতার সীমা ছাড়াতে ছাড়াতে বিজেপিকে এখন বাংলার মানুষ বলছেন, কাপড় কোথায়! বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে এজেন্সি নামছে। গ্রেপ্তার করছে। আর যারা সমঝোতা করে নিচ্ছে তাদের ভাজপা ওয়াশিং পাউডারে মাখিয়ে ভাজপা মেশিনে ঢুকিয়ে 'শুদ্ধ' করে নিচ্ছে। যার সাম্প্রতিক উদাহরণ প্রফুল্ল প্যাটেল।

২০১৭ সালে বিমান কেলেঙ্কারিতে প্রফুল্লর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছিল। ধীরে ধীরে প্রফুল্লকে জড়াচ্ছিল এজেন্সি। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই সিবিআই জানিয়ে দিল প্রফুল্লর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ মেলেনি জানিয়ে দিয়েছে। একইভাবে রেহাই পেয়ে অসমের বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। দুর্নীতি মামলায় ফেঁসে শরদ পাওয়ারের ভাইপো অজিত পাওয়ার বিজেপিতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী। একই ঘটনা নারায়ণ রানে, অশোক চৌহান, ছগন ভুজবাল, গদ্দার অধিকারীদের ক্ষেত্রেও। এখন বিজেপি নেতারা এনআইএ-র কর্তার সঙ্গে বৈঠক করে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের তালিকা দিচ্ছে। গ্রেপ্তার করতে বলছে। এনআইএ-র মতো সংস্থাকে লেঠেল বাহিনী বানিয়ে ফেলেছে বিজেপি। আর তারাও জি হুজুরের মতো সেই কাজ করছে। গণতন্ত্রকে হাস্যকর বানিয়েছে। নির্বাচন কমিশনও বিজেপিকে সাহায্য করছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে দিলীপ ঘোষ, সকলে বিধিভঙ্গ করছে। কমিশনের লক্ষ্য তখন বিরোধীরা। তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনার বিরুদ্ধে লড়ছে। বাংলা থেকে বিজেপিকে উৎখাত করে জবাব দেবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম / পদবী পরিবর্তন

আমি SMRUTIREKHA JENA, স্বামী- পুরুষোত্তম জেনা, ঠিকানা- ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া স্টাফ কোয়ার্টার, ১৪ সেলিমপুর রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা- ৭০০০৩১। নোটারি পাবলিক, বারাসাত কোর্ট, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-এর Affidavit দ্বারা SMRUTI REKHA JENA নামে পরিচিত হলাম। Affidavit Sl. No. 16097 Dated 27/3/2024। SMRUTIREKHA JENA ও SMRUTI REKHA JENA একই ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

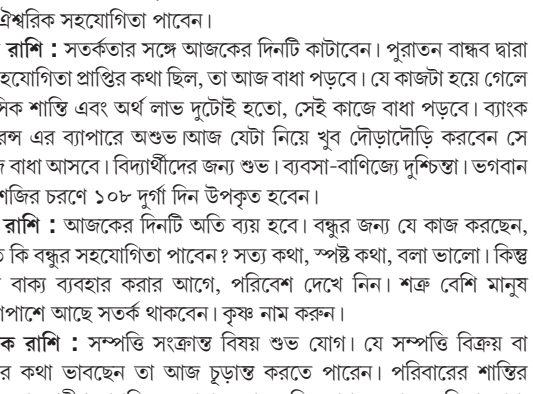

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

৩১শে মার্চ। ১৭ই চৈত্র, রবিবার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনির মহাদশা, বিংশোত্তোরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে দোষ একপাদ।

মেষ রাশি : এক নতুন যোগাযোগের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যা কেনাকাটা করলে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি হবে, তা কিনতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধানের দিন। প্রবীণ নাগরিক যারা ব্যাধি তে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মুক্তির দিন। বিবাহের ব্যাপারে কোন কথা পাকা হতে পারে। প্রতি সোমবার বাবা মহা মৃত্যুঞ্জয়ের উপবাস সহ শিব পূজা করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা কোন এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বাধা পড়বে। যারা লেখক-সাংবাদিকতা করেন, শিল্পী কলাকুশলী তাদের যে চূড়ান্ত পারফরমেন্স হওয়ার কথা ছিল, সেটা থমকে যাবে। নজর আপনার প্রতি থাকবে।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। হরি ওম হরি ওম বলুন পথ চলুন।

মিথুন রাশি : কর্মের জন্য শুভ দিন। গত কয়েকদিন ধরে যে পরিশ্রম করেছেন, আজ তার মূল্যায়ন হবে। বাড়ি ও বাস্তু জমি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যালয়ের সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রেমিক যুগল শুভ দিন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : নতুন কর্মের সম্ভাবনাময় দিন। যে চিন্তাটা আগে করেছিলেন, আজ আবার পুনরায় করুন, শুভ ফল পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনার কাজে তুষ্ট থাকবেন। সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাংক ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে, শুভ। কৃষি জমি, বাস্তু জমি, দোকান ঘর, বিক্রয়ের ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। বিবাহের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রী শিবনাম করুন ১০৮ বার শুভ হবে।

সিংহ রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে অশান্তি ছিল, আজ তার সমাধান হবে। পরিবারের প্রবীণ মানুষের সহায়তা লাভ। পরিবারে নারীর দ্বারা নারীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। সতর্ক থাকুন বন্ধু বেশি শত্রুরূপী মানুষের থেকে। যারা ব্যবসা করেন, তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। এক ঐশ্বরিক সহযোগিতা পাবেন।

কন্যা রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন। পুরাতন বান্ধব দ্বারা যে সহযোগিতা প্রাপ্তির কথা ছিল, তা আজ বাধা পড়বে। যে কাজটা হয়ে গেলে মানসিক শান্তি এবং অর্থ লাভ দুটোই হতো, সেই কাজে বাধা পড়বে। ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর ব্যাপারে অশুভ।আজ যেটা নিয়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করবেন সে কাজে বাধা আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্গা দিন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : আজকের দিনটি অতি ব্যয় হবে। বন্ধুর জন্য যে কাজ করছেন, তাতে কি বন্ধুর সহযোগিতা পাবেন? সত্য কথা, স্পষ্ট কথা, বলা ভালো। কিন্তু রুঢ়ো বাক্য ব্যবহার করার আগে, পরিবেশ দেখে নিন। শত্রু বেশি মানুষ আশেপাশে আছে সতর্ক থাকবেন। কৃষ্ণ নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় শুভ যোগ। যে সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের কথা ভাবছেন তা আজ চূড়ান্ত করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সন্তানের বিদ্যা ভাগ্য শুভ। ধৈর্য রাখলে আজ অত্যন্ত শুভ দিন। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র প্রদান করুন।

ধনু রাশি : যারা বিক্রয় প্রতিনিধি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজ কর্মের সম্মান বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া টার্গেট হয়তো ফুলফিল হতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিদেশে আছেন তাদের পরিবারে, পারিবারিক আনন্দ বৃদ্ধি হবে। পোষ্য কুকুর বিড়ালকে নিয়ে, যে সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাবে। প্রতিদিন মা দুর্গার ছবিতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ।

মকর রাশি : গৃহে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও মনের মধ্যে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সন্তানের জন্য যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন, আজ তা আটকে গেল। যারা কর্মে নতুন পথের সন্ধান চেয়ে অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য দিনটি ঠিক নয় ১০৮ বিল্বপত্র দ্বারা ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ। আটকে থাকা অর্থ হাতে আসার প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। ব্যবসায়ীদের শুভ দিন, অর্থপ্রাপ্তির দিন। বিদ্যার্থীদের বিশেষত যারা আইনি বিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজটি করে দেওয়ার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা খনিজ পদার্থ, তরল পদার্থ, জল, কেমিক্যাল এইসব দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অতীব শুভ দিন। সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হবে। ভগবান বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র নিবেদন করুন অতীব শুভ।

মীন রাশি : দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি। দুশ্চিন্তার অবসান হবে। বিশেষত পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ গৃহবধূদের শুভ। প্রবিন নাগরিকদের ব্যাধি বা পীড়া কাল শেষ। মহা মৃত্যুঞ্জয় শিবের পুজো করুন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হাওড়ার দুই তৃণমূলের বিদায়ী সাংসদকে অকর্মণ্য বলে কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লক এলাকাতে দলীয় প্রার্থী রথীন চক্রবর্তীর সমর্থনে জনসভা থেকে হাওড়ার তৃণমূলের প্রসূন ও সাজদা আহমেদকে অকর্মণ্য ও অপদার্থ সাংসদ বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের সহ ঘাটালের দেব অধিকারীকে কটাক্ষ করেন। শুভেন্দু বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের জনগণ কেন এই অকর্মণ্য, অপদার্থ, নির্বাক সাংসদকে পাঠাবেন।' প্রসূন ও সাজদা আহমেদকে জমিদার খোঁচা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এদের জিজ্ঞাসা করুন কোভিডের সময় কত মানুষকে খাইয়েছেন, নিজেদের সাংসদ তহবিলের টাকা কত খরচ করেছেন সেটা বই আকারে ছাপাতে। সংসদে এদের উপস্থিতি, আলোচনাতে অংশগ্রহণ, বিলেবপ্রস্তাবনায় ভূমিকা দশ বছরে খুবই খারাপ।' শুভেন্দু, প্রসূনকে খোঁচা দিয়ে আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী হাওড়া ময়দান মেট্রো উদ্বোধনে ডাকলেও তিনি আসেননি। অথচ বিজেপির সাংসদদের দেখুন, তারা সংসদে তাদের কাজের মাধ্যমে নিজেদের প্রমান করছেন।' এরা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে কাজ করে, সাংসদ তহবিলের ব্যয়ের হিসাব বই আকারে প্রকাশ করে লোকেদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়েছে। যদিও তৃণমূলের সাংসদদের দেখতে পাওয়া যায় না বলেও কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। পাশাপাশি হাওড়া সদরের বাম প্রার্থী ও বামেদের পোস্টার গার্ল মিনাক্ষীকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকে গেছে, এদের অবস্থা খুবই খারাপ। মিনাক্ষীকে নন্দীগ্রামে পাঠিয়েছিল সনাতনী ভোট ভাগ করে মমতাকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য। জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সব্যসাচী যে ১০ হাজার টাকা জামানত বাবদ জমা রাখবে, সেটা যেন ফেরৎ না পায়।'

এনএসজি-র তরফ থেকে নকল মহড়া মহাত্মা গান্ধি মেট্রো স্টেশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আচমকা যদি জঙ্গিহানার মুখে পড়ে কোনও মেট্রো স্টেশন, বা কোনও জরুরি অবস্থা তৈরি হয়, তখন কীভাবে পরিস্থিতি সামলাতে হবে? তারই মহড়া হয়ে গেল মহাত্মা গান্ধি রোড মেট্রো স্টেশনে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের (এনএসজি) কমান্ডোরা শুক্রবার হাতে-কলমে সেই প্রশিক্ষণ দিলেন মেট্রো রেলওয়ের কর্মীদের। এই মক ড্রিলটি পরিচালনার জন্য, একটি পাওয়ার ব্লক করা হয়েছিল এবং সমগ্র ড্রিলটি পরিচালনা করতে একটি রেকও ব্যবহার করা হয়। এনএসজি কমান্ডোরা স্টেশনে পৌঁছে এটির নিয়ন্ত্রণ নেন এবং তাঁদের মহড়া চালান। প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড এর আগেও মেট্রো চত্বরে এই ধরনের মহড়া পরিচালনা করেছে যাতে তাঁরা এই ধরনের ঘটনার সম্মুক্ষীন হতে পারেন এবং যাত্রীদের উদ্ধার ও অপরাধীদের ধরতে দক্ষতা বাড়ানো যায়।

রাজধানী থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ অর্থ, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: নির্বাচনের মুখে ফের উদ্ধার বিপুল পরিমাণ টাকা। এবার রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার হল ২৭ লাখ টাকা। এই ঘটনায় শুক্রবার দিল্লি-হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে পাঁচ জনকে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেপ্তার করেন জিআরপি আধিকারিকরা। জিআরপি সূত্রে খবর, ওই পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে এই টাকা সম্পর্কে কোনও তথ্য দিতে না পারায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ধৃত ৫ জনের মধ্যে ২ জন ধানবাদ ও ৩ জন প্রয়াগরাজের বাসিন্দা।

সূত্রের খবর, শুক্রবার রাজধানী এক্সপ্রেস আসার পর চেকিং করছিলেন জিআরপি আধিকারিকরা। সেই সময় পাঁচ জনকে দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। আটক করে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু তাদের কথাবার্তা অসংলগ্ন লাগায় ব্যাগ তল্লাশি করে দেখে জিআরপি। সেই সময়ই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ টাকা। এরপরেই টাকা গোনার মেশিনে এই বিপুল পরিমাণ টাকার গোণার কাজ শুরু হয়। তাতে দেখা যায় ২৭ লাখ টাকা রয়েছে তাঁদের কাছে। নির্বাচনের ঠিক আগেই এত টাকা কোথা থেকে ও কেন নিয়ে আসা হচ্ছিল তা এখন স্পষ্ট হয়নি। যদিও ওই ৫ জনের দাবি, তাঁরা ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সোনা ও জামাকাপড় কেনার জন্য হাওড়া এসেছিলেন। যদিও জিআরপি সূত্রে খবর, তারা কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেও একবার হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার করা হয় ৫০ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। সেই ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই সময়ও নিউ দিল্লি-হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস থেকেই টাকা উদ্ধার করা হয়। তল্লাশির সময়ই টাকা উদ্ধার করেন জিআরপি আধিকারিকরা। দেখে সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি চালিয়ে তাদের থেকে ওই বিপুল নগদ উদ্ধার করা হয়। এক্ষেত্রেও কোথা থেকে এত টাকা এল, তা জানতে চান জিআরপি-র আধিকারিকেরা। এমনকি এই সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্রও দেখাতে পারেনি তাঁরা। যদিও ওই ব্যক্তিদের দাবি ছিল, ব্যবসার কারণে কেনাকাটা করার জন্য কলকাতায় এসেছিল তাঁরা। কিন্তু কোনওরকম কাগজপত্র না থাকায় ওই ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রচারে চাষিদের দুর্দশার কথা বামপ্রার্থী নীরব খাঁর প্রচারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার চকবাজারে প্রচারে এসে চাষিদের দুর্দশার কথা তুলে ধরলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী নীরব খাঁ। এদিন প্রচারের পাশাপাশি সমস্ত ক্রেতা বিক্রেতা সকলের সঙ্গেই কথা বলেন বাম প্রার্থী, বাজারে ভিড় না থাকার কারণ স্বরূপ, মানুষের হাতে পয়সা না থাকার বিষয়টিকে তুলে ধরেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'গত ১২-১৩ বছর আগে মানুষের হাতে পয়সা ছিল বাম সরকারের আমলে। এই সরকারের আমলে তা নেই, সেই কারণেই বাজার ফাঁকা। সারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় কৃষকরা তাঁর ফসলের লাভজনক দাম পাচ্ছেন না, ফলে কৃষকের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। জনতা জনার্দন আমাদের আশীর্বাদ করলে আমরা সেই বিষয়গুলি তুলে ধরব সংসদে।'

রেলে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রেলে চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে খড়গপুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল অপারেশন ম্যানেজারের অফিসের এক কর্মী সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে রেল পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন মহিলা ও একজন রেলের প্রাক্তন কর্মী রয়েছেন।রেল পুলিশের খড়গপুর বিভাগের সআরপি দেবশ্রী সান্যাল শনিবার দুপুরে সাংবাদিকদের জানান, কয়েকদিন ধরেই আমরা এই চাকরি প্রতারণা চক্রের বিষয়ে খবর পাচ্ছিলাম। প্রতারিত এক চাকরি প্রার্থীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর খড়গপুর রেলের ডিওম অফিসে কর্মরত দুর্লভ চিনা, ওই অফিসের প্রাক্তন কর্মী এম কোটেশ্বর রাও এবং সাবিনা খাতুনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের তিনজনের বাড়ি খড়গপুরের মালঞ্চ, তারঝুলি ও ইন্দা এলাকায়। ধৃতদের আদালতে তোলার পর ৬ দিনের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। চক্রের মূল পান্ডার খোঁজ চলছে বলে এসআরপি দেবশ্রী সান্যাল জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রলোভন দিয়ে চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া সহ বেশ কিছু অভিযোগ আছে। এরপরেই রেল পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু করা হয়।

সাইকেল চালিয়ে ভোট প্রচারে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে হবে। এবার এই বার্তা সামনে রেখে সাইকেল চালিয়ে শনিবার অভিনব ভাবে ভোট প্রচারে নামলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। এদিন তিনি শান্তিপুর বিধানসভা এলাকায় সাইকেল চালিয়ে অভিনব ভাবে প্রচার শুরু করেন। সঙ্গে ছিলেন কয়েকশো কর্মী সমর্থক। ভোট প্রচারের মধ্যে দিয়ে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার বলেন, আমি গ্রামের ছেলে। মাঠে যেমন লাঙল চালাতে পারি, চাষও করতে পারি। আবার সঠিক সময়ে কলমও চালাতে পারি। আজ দীর্ঘদিনের পুরনো অভ্যাসকে একটু শান দেওয়ার জন্য সাইকেল চালিয়ে প্রচার করলাম। এতে করে একদিকে যেমন দূষণ মুক্ত হচ্ছে পরিবেশ, অন্যদিকে স্বাস্থ্য ভালো থাকার এক অন্য উপায়। তবে ধীরে ধীরে সাইকেল চালিয়ে বেশ কয়েক কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে ভোট প্রচার করেন প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। এরপর লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শান্তিপুর বিধানসভা এলাকায় একটি দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করেন তিনি। সেখানেই লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে কর্মী সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতে বেশ খানিকটা সময় কব্য রাখেন জগন্নাথ সরকার।

বৈদ্যুতিক দ্বিচক্র-যান উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি কলকাতায় র‍্যাফট কসমিক ইভি ওয়ারিয়র, ইভি ইন্দাস, ইভি ম্যাগনেটিক নামে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সহ বৈদ্যুতিক দ্বিচক্রযানের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পক্ষে আদিত্য বিক্রম বিড়লা, কুশল চৌধুরী, বেদান্ত মিমানি, রাজীব শিশির নগর প্রমুখ।

ভোটে মানুষের সচেতনতায় পথে বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্য ও কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত শিল্পী খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে নিজের উদ্যোগেই নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে লোকসভা ভোটে মানুষকে সচেতন করতে বাউল গান গাইতে পথে নেমে পড়েছেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত আশীর্বাদ ধন্য শিল্পী বাউল গানে মানুষকে ভোট নিয়ে সচেতন করে চলেছেন। স্বপন দত্ত বাউল নিজের লেখা সুরে বাউল গানে তাঁর বক্তব্যে বলছেন, নিজের ভোট নিজে দাও, ভোট নষ্ট কেউ কর না। শান্তিপূর্ণ ভোট দাও, শান্তিভঙ্গ কেউ কর না। আবার বলছেন অঙ্গীকার করতে হবে সবারে, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয় যেন রে। স্বপন দত্ত বাউল সংবামাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'ভোট এলেই দেখেছি অনেক জায়গায় শান্তিভঙ্গ হয়। তাই সুস্থ শান্তিময় সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আমি নিজের উদ্যোগেই নিঃস্বার্থে সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় লোকসভা ভোটে সচেতন করতে বাউল গানে পথে নেমেছি। নিজের ভোট নিজে দাও শান্তিপূর্ণ ভোট দাও। আমি পূর্ব বর্ধমান, গুসকরা, নদিয়া জেলার মায়াপুর ইসকনের সামনে, নবদ্বীপ, হুগলি জেলার তারকেশ্বর, বাঁকুড়া জেলার আকুই ও বর্ধমানের জামালপুর কারালাঘট প্রচার করেছি। আমি বাঁকুড়া জেলার জমজমাট লোকালয়ে ভোট সচেতন করে জনগণের কাছে অনেক অনেক ভালোবাসা পেলাম। আমি সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে আমি ভোট সচেতন করব। এর জন্য কারও কাছে কোনও পারিশ্রমিক নেব না। জেলা, রাজ্য ও দেশকে ভালোবেসে করছি। আমি এর আগেও নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত, পুরসভা নির্বাচনগুলিতে ভোট সচেতন করে বহুল প্রশংসিত হয়েছিলাম।'

তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ব পাঁশকুড়ার বিধানসভায় কর্মী সমর্থকদের সাথে পুজো দিলেন এবং সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩১ মার্চ ২০২৪ ১৭ চৈত্র ১৪৩০ রবিবার

রবীন্দ্র সরোবরের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এবার বসবে বিশেষ যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার অন্যতম মিষ্টি জলের সরোবর রবীন্দ্র সরোবরের প্রাকৃতিক পরিবেশের মানোন্নয়নে নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে কেএমডিএ। জলের পরিমাণ, দূষণ এবং পাড়ের ক্ষতি মাপতে বিশেষ যন্ত্র বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই যন্ত্র বসানোর কাজ শুরু হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, রবীন্দ্র সরোবরের জলে প্রচুর জলজ প্রাণীর বাস। তাই তারা যাতে সুস্থ ভাবে থাকতে পারে, সে জন্য জলের গুণমান এবং জলের উচ্চতা ঠিকঠাক বজায় রাখা। সে জন্যই বিশেষ যন্ত্র বসানোর ওই সিদ্ধান্ত। কেএমডিএ সূত্রের খবর, জলাশয়টিতে প্রায় ১৬টি সেন্সর বসানো হবে। জলাশয়ে কোনও সমস্যা তৈরি হলে, স্ক্রিনেই তা দেখা যাবে কেএমডিএ-র অফিসে বসে। জল দূষিত হলে সাফাইয়ের ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। আবার প্রয়োজনে অতিরিক্ত জল যাতে বার করে নেওয়া যায়, সে জন্য নিকাশি নালা তৈরির লক্ষ্যে সরোবরের মাটির নীচ দিয়ে বিকল্প পথ তৈরিরও চেষ্টা চলছে। বিদেশের অনেক শহরে জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আইওটি ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কলকাতার কোনও জলাশয়ের ক্ষেত্রে এমনটা এর আগে হয়নি বলে কেএমডিএ-র কর্তাদের দাবি।২০২০ সালে আমফানের পর থেকেই বেশ কয়েক বার মাছ মরে ভেসে ওঠার ঘটনা সামনে এসেছে রবীন্দ্র সরোবরে। মাছের মৃত্যুর কারণ জানতে যে কমিটি তৈরি করা হয়েছিল, তার সদস্যরা সরোবরের জলাশয় খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পর বেশ কিছু সুপারিশ করেছেন। তার ভিত্তিতেই এই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত।

কেএমডিএ সূত্রের খবর, জলাশয়টিতে প্রায় ১৬টি সেন্সর বসানো হবে। জলাশয়ে কোনও সমস্যা তৈরি হলে, স্ক্রিনেই তা দেখা যাবে কেএমডিএ-র অফিসে বসে। জল দূষিত হলে সাফাইয়ের ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। আবার প্রয়োজনে অতিরিক্ত জল যাতে বার করে নেওয়া যায়, সে জন্য নিকাশি নালা তৈরির লক্ষ্যে সরোবরের মাটির নীচ দিয়ে বিকল্প পথ তৈরিরও চেষ্টা চলছে।

কাজ থমকে বেলাঘাটা মেট্রো রেলের, পুলিশি অনুমতি মিলছে না অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের দড়ি টানাটানি। তার জেরেই থমকে রয়েছে বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশনের কাজ।

তবে মেট্রো কর্তৃপক্ষ পুলিশের দিকে আঙুল তুললেও, পুলিশ অন্য যুক্তি দেখাচ্ছে। পুলিশের বক্তব্য, ইতিমধ্যেই চিংড়িহাটা এলাকায় মেট্রোর কাজের জন্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। সেই কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার আগে বাইপাসের মতো ব্যস্ত রাস্তায় অন্যত্র যান নিয়ন্ত্রণ করলে যাত্রীদের সমস্যা হবে।

শনিবার একটি বিবৃতি জারি করে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশনের কাজের জন্য ইএম বাইপাসে রাস্তা বন্ধ রাখার (ট্রাফিক ব্লক) দরকার। তার জন্য ট্রাফিক পুলিশের অনুমতি তা মিলছে না। একাধিক চিঠি দিয়েও লাভ হয়নি। ফলে দিনের পর দিন ওই মেট্রোর কাজ আটকে রয়েছে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন,

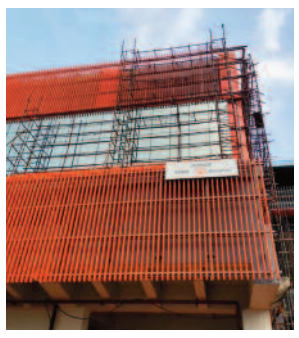

চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি জনককুমার গর্গ সম্প্রতি কলকাতা মেট্রোর হলুদ এবং কমলা লাইনের কাজ খতিয়ে দেখেছেন। হলুদ লাইনে নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত মেট্রো লাইন সম্প্রসারিত করা হবে। কমলা লাইনে বেলেঘাটা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারিত হবে। এই দু'টি কাজ খতিয়ে দেখে চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি কমলা লাইনের কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বেলেঘাটা স্টেশনের বাইরে আরও ৯০ মিটার রাস্তা তৈরি করা প্রয়োজন বলে মৌখিক ভাবে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের দাবি, পুলিশের গড়িমসির কারণে কাজ এগোনো যাচ্ছে না। বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষ বলেছেন, 'ইএম বাইপাস পার করে বেলেঘাটা স্টেশনে যাতে যাত্রীরা নিরাপদে ঢুকতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে আরও ৯০ মিটার রাস্তা তৈরি করতে হবে। তার জন্য কিছু দিন বাইপাসের একাংশে যান চলাচল বন্ধ রাখা প্রয়োজন। কিন্তু ট্র্যাফিক পুলিশের কাছ থেকে সেই অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা ট্র্যাফিক বিভাগের যুগ্ম কমিশনার অফ পুলিশকে এ বিষয়ে গত ৫ জানুয়ারি, ১২ মার্চ এবং ১৪ মার্চ চিঠি দিয়েছি। ৬ ফেব্রুয়ারি চিঠি দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের কমিশনারকেও। একাধিক বৈঠকও করা হয়েছে পুলিশের সঙ্গে। কিন্তু এখনও আমরা প্রয়োজনীয় অনুমতি পাইনি।'

বেলেঘাটা ও নোয়াপাড়া থেকেও মেট্রোর লাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই কাজ থমকে রয়েছে। তবে লালবাজারের তরফে মেট্রোর অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের দাবি, মেট্রোর বক্তব্য একতরফা। চিংড়িহাটা এলাকায় মেট্রোর কাজের জন্য বর্তমানে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত রয়েছে। সেই কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার আগে বাইপাসের মতো ব্যস্ত রাস্তায় অন্যত্র যান নিয়ন্ত্রণ করলে যাত্রীদের সমস্যা হবে। লালবাজার সূত্রের বক্তব্য, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মেট্রো রাস্তা আটকে রেখেছে। ৬০ দিনের কাজ ১৫০ দিনেও শেষ হয়নি। কাজের প্রয়োজনে বাড়তি সময়ের কথাও পুলিশকে জানানো হয়নি।

হালিশহরে মহাপ্রভুর পুজো দিয়ে প্রার্থনা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহর অতি প্রাচীন জনপদ। অতীতের কুমারহট্ট থেকে হাবেলী শহর। পরবর্তীতে অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের হালিশহর। ইতিহাস বলছে, বৈষ্ণব ধর্মের পথিকৃৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী বসবাস করতেন এই হালিশহরেই। গুরুদেবের বাস্তুভিটা থেকে মাটি তুলে শ্রীচৈতন্য তিলক কাটতেন। তাঁকে অনুসরণ করে চৈতন্য-ভক্তরাও এক মুঠো মাটি তুলতেন। মাটি নিতে নিতে বড় এক ডোবার সৃষ্টি হয়। যা আজ 'চৈতন্য ডোবা' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। শনিবার বেলায় হালিশহরের চৈতন্য ডোবায় মহাপ্রভুর মন্দিরে দোল মহা উৎসব উপলক্ষে পুজো দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের দীক্ষাগুরু এখানে থাকতেন। এখানে আসতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়েছে।' মহাপ্রভুর কাছে তাঁর প্রার্থনা, অসুর শক্তি নাশ করে যাতে তিনি ভোট যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন।

যাত্রী অসুস্থ, কলকাতায় জরুরি অবতরণ আন্তর্জাতিক বিমানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঝ আকাশে এক বছর সত্তরের মহিলা যাত্রীর বুকে ব্যথা ও অনবরত বমি হতে থাকায় কলকাতার বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল আন্তর্জাতিক উড়ান। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, শুক্রবার টোকিও থেকে দোহাগামী কাতার এয়ারওয়েজের কিউ আর ৮০৬-এর যাত্রী ছিলেন মিসেস ঊষা গিল। বিমানের মধ্যেই বুকের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি। বমিও হচ্ছিল। এরপরই পাশের যাত্রী কেবিন ক্রুকে বিষয়টা জানান। তিনিই দ্রুত পাইলটকে বিষয়টি জানান। পাইলট কলকাতা বিমানবন্দরের এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে নন সিডিউল ফ্লাই টিকে কলকাতার মাটিতে অবতরণের অনুমতি চান। সেই মতো অনুমতি পেলে ৩২১ জন যাত্রী ২০ জন কেবিন ক্রু নিয়ে সকাল ৯. ৪৪ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। ১১৪ নম্বর পার্কিং বেল্টে বিমানটি আসার সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরে নিযুক্ত চিকিৎসকরা মহিলার শারীরিক পরীক্ষা করেন। তারপর পরিস্থিতি বুঝে অপারেশন গেট নম্বর ৫ থেকে বেরিয়ে ভিআইপি রোডের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী সময় বিমানটি ৩১৯ জন যাত্রী এবং ২০ জন কেবিন ক্রু নিয়ে দোহার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তবে বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রের খবর, বিদেশি নাগরিকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' উদ্যোগকে অব্যাহত রেখে রাজস্থানের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবস রাজভবনে পালিত হল। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি.ভি. আনন্দ বোস রাজস্থানের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগের কথা বলেন ও শুভেচ্ছা জানান। রাজস্থানের রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্রের বিশেষ বার্তাও অনুষ্ঠানে শোনানো হয়। শিশুদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন রাজ্যপাল।

সরকারি ব্যানার সরাতে গিয়ে বিজেপি কর্মীদের হাতে নিগৃহীত পুলিশ, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারি ব্যানার, পোস্টার সরাতে গিয়ে বিজেপি কর্মীদের হাতে নিগৃহীত হতে হল কলকাতা পুলিশের কর্মী ও আধিকারিকদের। অভিযোগ এমনটাই। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। তবে উল্টো দাবি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। তিনি জানান, পুলিশ বিজেপি কর্মীদের হেনস্থা করেছে।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে ঢাকুরিয়ার মহারাজা টেগোর রোডে কিছু ব্যানার, পোস্টার সরাতে গিয়েছিল পুলিশ। আদর্শ আচরণবিধি লাগু হয়ে যাওয়ার কারণে ওই এলাকায় সরকারি বিজ্ঞাপনের ফেস্টুন, ব্যানার সরানোর কাজ চলছিল। আর তা করতে গিয়েই এলাকার বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসা বাধে পুলিশের। এরপর বচসা গড়ায় ধ্বস্তাধ্বস্তিতে।

বিজেপির দাবি, পুলিশ গিয়ে ওই এলাকায় বিজেপি কর্মীদের উপর চড়াও হয়। স্থানীয় বিজেপি দপ্তরে ঢুকে কর্মীদের নিগৃহীত করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে বিজেপির তরফ থেকে। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনাকে উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'ঢাকুরিয়ায় অবস্থিত দক্ষিণ কলকাতা বিজেপি সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ে অনাধিকার প্রবেশ করে পুলিশ। সেখানে পুলিশ কর্মীরা তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে বিজেপির কার্যকর্তা স্নেহাশিস দত্ত, জগবীর সিং এবং সমীর নাথ সহ অন্যান্যদের নিগ্রহ করেছে। ভোটের প্রচারের সময় পুলিশের এমন ঘৃণ্য আচরণের তীব্র নিন্দা করি।'

অন্য দিকে, পুলিশের তরফে কলকাতা পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ-পূর্ব)- র তরফ থেকেও এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। সেখানে তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে নির্বাচনী আচরণ বিধি (এমসিসি) রক্ষাকারী দল ব্যানার, পোস্টার সরাতে গিয়ে নিগৃহীত হয়েছে এবং হেনস্থার শিকার হয়েছে। এই ঘটনায় লেক থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর পাঁচ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই গোটা দেশ জুড়ে নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে অনুসারে সমস্ত যাওয়ায় হচ্ছে সরকারি বিজ্ঞাপনের ব্যানার, ফেস্টুন সরানোর কাজ চলছে। সেরকমই ঢাকুরিয়ায় সরকারি ব্যানার সরাতে গিয়েছিল পুলিশ। অভিযোগ, সেই সময় পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে স্থানীয় কিছু লোকজনের মধ্যে বিরোধ বাধে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ১৪৭, ১৪৯, ৩৫৩, ৩৩২, ৪২৭, ৫০৭ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পুলিশের তরফে।

কলকাতা উত্তরের কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্যের হয়ে বাম-কংগ্রেসের একযোগে প্রচার। ছবি: অদিতি সাহা

বেআইনি নির্মাণে নজরদারিতে কলকাতা পুরকর্মীদের জন্য আসছে বিশেষ অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার বেআইনি নির্মাণে লাগান পরাতে বিশেষ অ্যাপ আনছে কলকাতা পুরসভা। ১ এপ্রিল থেকেই অ্যাপ চালু করতে চলেছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। তার আগে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে ইঞ্জিনিয়ারদের বুঝিয়ে দেওয়া হল এই অ্যাপের মাধ্যমে কী ভাবে শহরকে বেআইনি নির্মাণ মুক্ত করবেন তাঁরা। তবে, এই অ্যাপ পুর কর্মীদের জন্য। জন সাধারণের জন্য নয়।

গার্ডেনরিচে বাড়ি ভেঙে ১২ জনের মৃত্যুতে কলকাতা পুরসভার দিকেই আঙুল তুলেছে। শহর জুড়ে যে অসংখ্য বেআইনি নির্মাণ হয়েছে ও হচ্ছে তা নিয়ে সরব হন সকলেই। স্বয়ং মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, বেআইনি নির্মাণ একটি সামাজিক ব্যাধির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। এর পরেই পুরসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল 'কেএমসি ওয়ার্ক ডায়েরি' নামের একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরির ব্যাপারে। শনিবার পুরসভা শেখাল, কী ভাবে সেই অ্যাপের মাধ্যমে বেআইনি নির্মাণকে চিহ্নিত করা হবে, কী ভাবেই বা সেগুলির বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে পুরসভার তরফে।

পুরসভা সূত্রে খবর, এই অ্যাপের সাহায্যে কলকাতা পুর এলাকায় বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও ছবি তুলে ওই অ্যাপে আপলোড করা হবে। অ্যাপে যে তথ্য ও ছবি থাকবে তা জোগান দিতে হবে পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদেরই। প্রতিদিন অফিস শুরুর সময় হাজিরা দিয়ে নিজ নিজ এলাকায় নির্মীয়মাণ বহুতল পরিদর্শনে বেরোবেন ইঞ্জিনিয়ারেরা। প্রতিটি নির্মাণস্থল ঘুরে দেখবেন। বেআইনি নির্মাণ নজরে পড়লেই দ্রুত সে সংক্রান্ত তথ্য এবং ছবি আপলোড করতে হবে অ্যাপে।

পুরসভার বরো এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সেই অ্যাপ থেকে পাওয়া তথ্য জানাবেন ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও ডিজি (বিল্ডিং)-কে। তাঁরা সেই রিপোর্ট কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে পাঠাবেন। কমিশনার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে তা মেয়রকে জানাবেন। তবে তার আগে ওই বাড়ির মালিককে নোটিস দিয়ে সতর্ক করতে হবে। তাতেও কাজ না হলে 'স্টপ অফ ওয়ার্ক'-এর নোটিস ধরাতে হবে। গোটা বিষয়টি মেয়রের কাছে পৌঁছনোর আগেই যাবতীয় পদক্ষেপ করবেন পুরসভার আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারেরা।

শনিবার এই বিষয়টিই হাতেকলমে শেখানো হয়েছে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের। কলকাতা পুর ভবনের কনফারেন্স হলে এই প্রশিক্ষণ হয়। অংশগ্রহণ করেছিলেন ৮০ জন ইঞ্জিনিয়ার। পুরসভা সূত্রে খবর, এই প্রশিক্ষণ শেষ হলেই আগামী ১ এপ্রিল থেকে এই অ্যাপ চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

সিএএ নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা চান বিশিষ্ট জনেরা

সুবীর মুখোপাধ্যায়

কলকাতা: নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন কার্যকর করার প্রশ্নে দেশজুড়ে বিতর্ক অব্যহত। এই প্রশ্নে দেশের বিরোধীরা সরব হলেও নাগরিকত্ব

সংশোধনী আইনের যে সুফল আছে , সেটা কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে। আর এই আইনের সুফল নিয়ে দেশের বিশিষ্টজন থেকে বুদ্ধিজীবীরা তাদের মত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে। এদের মতে, বসুধৈব্য কটুম্বকম এই দুই শব্দের নেপথ্যে রয়েছে গভীর দর্শন। এর অর্থ এক পরিবার । এর এমন এক সর্বান্তক দৃষ্টিভঙ্গি ভাষা, সীমানা এবং মতাদর্শ অতিক্রম করে সর্বজনীন এক পরিবার হিসাবে আমাদের সকলকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহস জোগাবে ।

ফ্রাঙ্ক ফোন এন্ড জার্নালিজম স্টাডিস জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার ইশা ওয়ার্সি মতে, সিএএ অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন যা নিয়ে বলা হচ্ছে এটা নিয়ে নাকি মুসলিমদের মধ্যে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে কিন্তু উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। যাঁরা ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান আফগনিস্থানের মতো দেশ থেকে অমুসলিম, হিন্দু, শিখ ,খ্রিস্টান, বৌধ্য, জৈন , পার্সি ধর্মীয় অত্যাচারের কারনে এ দেশে আশ্রয় নিয়েছেন, পাঁচ বছর কাটিয়েছেন তারা নাগরিকত্ব - এর শংসা পেতে অসুবিধা হবে না। গত ৫ বছরে প্রায় ৪,৮৪৪জন বিদেশ আমাদের দেশে নাগরিকত্ব পেয়েছেন। বলা যেতে পারে এই আইনের জেরে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় ভারতীয় মুসলিমদের অধিকার এবং স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে।

জামিয়া মিয়ার ইসলামিয়ার পিএইচডি স্কলার আলতাভ মির মনে করেন, সিএএকে আমাদের একটা ভিন্ন বিষয় হিসাবে সকলের দেখা উচিত। এটা এমন একটা পদ্ধতি যার মাধ্যমে এই প্রমানপত্রের জেরে নাগরিকত্ব দাবি করা যেতে পারে । অসমের তিনসুকিয়ার অধ্যপক ডক্টর লুক্সং আলির সাফ কথা, ভারতীয় মুসলিমদের অন্যদের উপর ভরসা করা উচিত নয়। তাদের উচিত বিষয়টি নিয়ে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করা। পাবলিশার্স আয়ান্ড চিফ এডুকেটর ধারা নিউজ বীরেন্দ্র যাদব জানান, বিষয়টি নিয়ে সাধারন মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা দুর করতে আরও গঠনমূলক আলোচনা হওয়া উচিত। হামরা যুগ নিউজের পাবলিশার্স, চিফ এডিটর,পরিমল চন্দ্র জনিয়েছেন, সিএএ নাগরিকের অধিকর খর্ব করার কোনোও প্রশ্ন নেই। এমনকী মুসলিমদেরও নয় । বিশিষ্ট আইনজীবী মহম্মদ কোয়াসার হাসান মাজিদি মনে করেন, 'ভারতীয় মুসলিমদের বোঝা উচিত বিরোধীরা সিএএ নিয়ে রাজনৈতিক খেলা খেলছে। সকলকে এর থেকে দুরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।'

একের পর এক বাড়িতে চুরির প্রতিবাদে রহড়া থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম রোড এলাকায় গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেই চলেছে। একের পর এক বাড়িতে চুরির ঘটনায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। পুলিশি উদাসীনতার অভিযোগ তুলে শনিবার রহড়া থানায় বিক্ষোভ দেখান বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম রোড এলাকার বাসিন্দারা। বিক্ষোভ শেষে তাঁরা থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। প্রসঙ্গত, শুক্রবার গভীর রাতে স্টেডিয়াম সংলগ্ন নেতাজি উদ্যান এলাকায় সুজিত শাহের নির্মীয়মাণ বাড়ির ছাদের দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢোকে চোরের দল। আওয়াজে ঘুম ভাঙতেই সুজিত বাবু দেখেন বিছানায় পাশে চোর দাঁড়িয়ে আছে। চোর বলে চিৎকার করে উঠতেই ছাদ থেকে লাফ মেরে পালিয়ে যায় চোর। ওইদিন রাতেই এলাকার সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে রহড়া থানার পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। স্থানীয়দের দাবি, গত ২৩ মার্চ রাতে রাজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা ও রামনাথ সিংয়ের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া সমীরণ ঘোষ, ছাবিলা চৌধুরী, মহম্মদ মুস্তাফা ও মনোহর হুসেনের বাড়িতে সম্প্রতি চুরির ঘটনা ঘটেছে। অথচ পুলিশ চুরির ঘটনার একটাও কিনারা করতে পারেনি বলে অভিযোগ। যদিও বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে চুরির ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং খোয়া যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করতে হবে। তাছাড়া রাতের দিকে পুলিশি টহল জোরদার করার দাবিতেও এদিন সরব হলেন স্টেডিয়াম রোডের বাসিন্দারা।

সম্পাদকীয়

এসএমএস বা হোয়াটসঅ্যাপে যে ভাষা চলছে তাতে এই ভাষার পরিণতি সহজেই অনুমেয়

অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলা ভাষার হীন দশার জন্যে আমরা যেমন দায়ী, তেমনই দায়ী ভাষা-রাজনীতি। সাধারণ মানুষের স্বভাব উপরমহলের দিকে চেয়ে থাকা, আর রুটিন মেনে নিজের কাজ করে যাওয়া। ভাষাটি যে অবহেলার পাঁকে ডুবে যেতে বসেছে, সে দিকে খেয়াল রাখার অবকাশ বা সুযোগ তার নেই। লেখকদের সৌজন্যে ভাষা নদীর মতো বেগবতী হয়ে ওঠে, কিন্তু বহুভাষী দেশে সরকারি ভাষার দৌরাত্ম্যে আঞ্চলিক ভাষা সরস্বতী নদীর মতো মজে যেতে পারে। এক শ্রেণির সচ্ছল বাঙালি গোটা বাংলা বাক্য বলতে চান না। বিজ্ঞাপনের ভাষার মতো ইংরেজি-হিন্দি মিশিয়ে একটি বাক্য বলেন, যেন মাতৃভাষার চেয়ে উন্নত এক প্রকাশভঙ্গি তিনি আয়ত্ত করে ফেলেছেন। এঁদের ছেলেমেয়েরা ততোধিক বাংলা-বিমুখ। অতি প্রয়োজন ব্যতীত মিশ্র ভাষার ব্যবহার অপসংস্কৃতি। বাংলা ছবির শিল্পীরাও সাক্ষাৎকারে গোটা বাংলা বাক্য বলতে চান না। ভুলে যান যে, বাংলা ভাষার ছবিতে অভিনয় করেই তাঁর পরিচিতি। অভিনয়ের বাইরে তিনি এক আন্তর্জাতিক ভাষার প্রচারক। বাংলা গানের প্রদর্শনী-অনুষ্ঠান জমানোর জন্যে বাঙালি শিল্পীকে হিন্দি গান গাইতেই হয়। যেন বাংলা গানের সেই শক্তি নেই। নজরুল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকে যান, কিন্তু তাঁর অনেক গানে আসর জমানোর ঈর্ষণীয় শক্তি আছে। পুরনো শিল্পীদের অনেক গান বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে, আমরা ভুলে যাব আঙুরবালা-ইন্দুবালার গান। ভুলে যাব গিরিশ ঘোষের থিয়েটারের গান। প্রদর্শনী-অনুষ্ঠানের জৌলুসে হারিয়ে যাবে এক দিন সন্ধ্যা-হেমন্ত-গীতা দত্ত-ভূপেন হাজরিকা। অনেক উপভাষা বাংলার গৌরব। প্রায় প্রতিটি জেলার কথ্য ভাষার নিজস্বতা আছে। শহুরে হওয়ার অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষায় সে সব ভাষা মানুষ বলেন না। শুধু কিছু গানের মাধ্যমে আমরা সেই সব মিষ্টি ভাষা শুনতে পাই। সংখ্যালঘু-ভাষার গবেষক বলতে পারবেন, কী ভাবে সবলের চাপে দুর্বলতর ভাষা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ এ সব মেনে নিতে বাধ্য হন। ইংরেজি-হিন্দির প্রতি সম্মান জানিয়ে বলতে চাই যে, এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি মাধ্যমে যে ভাষা চলে, তার মধ্যে যদি বাংলার পরিচয় শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে, তা হলে আরব্য রজনীর সিন্দুকে বদ্ধ সুন্দরীর দশা হতে বিলম্ব হবে না বাঙালির মাতৃভাষার।

আনন্দকথা

তখন জেলেরা বলে, ওই একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল! কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না; আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে, পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে — মনে করে, আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না যে, জেলে হড় হড় করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।"

সংসারী লোক — বদ্ধজীব

"বদ্ধজীবের সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে, হাত-পা বাঁধা। আবার মনে করে যে, সংসারের ওই কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে। জানে না যে, ওতেই মৃত্যু হবে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

শীলা দীক্ষিত

১৯৩৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শীলা দীক্ষিতের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মীরা কুমারের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট মডেল নেহা কাপুরের জন্মদিন।*

ইংল্যান্ড ফেরত ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে 'দাই' বলে ডাকা হত। খেতে দিয়ে তাঁর এঁঠো থালাবাসন তাঁকেই ধুয়ে দিয়ে যেতে বলা হত। তাঁকে নিয়েই আজ লিখেছেন কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম পেশাজীবী মহিলা চিকিৎসক

'ফিজ দিলেই শহরে মিলবে যুবতী ডাক্তারের সেবা।'

হেডলাইন দেখে গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ির বড় কর্তা খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেলে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, মেজ বউকে একবার ডেকে দাও তো...

একগলা ঘোমটা দিয়ে ভাসুর ঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়ালেন কাদম্বিনী। ডেকেছেন দাদা?

ভাসুরের কণ্ঠ থেকে যেন বাজ পড়ল। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাটি দেখিয়ে বললেন, পড়ে দেখো। তোমার জন্য আমাদের পরিবারের সম্মান আজ কোথায় নেমেছে। নিজের জেদটাকেই চিরকাল বড় করে দেখলে। আর দ্বারকাও তোমার তালেই তাল দিয়ে গেল। ছি ছিঃ, খবরের কাগজ দেখে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

দ্বারকা মানে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কাদম্বিনীর স্বামী। এমন স্বামী পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। নারী উন্নতির জন্য লোক দেখানো মুখে শুধু বড় বড় ফাঁকা বুলি নয়, মন থেকে বিশ্বাস করেন নারীদের শিক্ষা, নারীদের সাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। নিজের স্ত্রীর পাশে সর্বান্তকরণে দাঁড়িয়েছেন সবসময়।

কিন্তু কী লেখা আছে ওই খবরের কাগজটায়?কৌতূহলের সঙ্গে পত্রিকাটি তুলে নিলেন কাদম্বিনী দেবী। প্রথম পাতাতেই চোখ আটকে গেল তাঁর। কান মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল রাগে। কী নির্লজ্জ আক্রমন, কী কুৎসিত কার্টুন। দ্বারকানাথ-রূপী একটি ভেড়াকে দড়ি বেঁধে ঘোরাচ্ছেন কাদম্বিনী। তার সঙ্গে রসিয়ে রসিয়ে লেখা হয়েছে খবর — 'ফিজ দিলেই শহরে মিলবে যুবতী ডাক্তারের সেবা।' কী নির্লজ্জ ইঙ্গিত!

রাগে অভিমানে চোখে জল এল তাঁর। একটা মেয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচবে, ঘর সংসার সামলে পড়াশোনা করবে, তাতেও সমাজের এত জ্বালা? তাঁর স্বামী এতে সায় দিয়েছে বলে এত কুরুচিকর আক্রমন!

কেন এই আক্রমন? দোষ কী তাঁর? তাঁর দোষ একটাই। ১৮৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা স্নাতকের ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি চেয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। বাধা এসেছিল পদে পদে। প্রথমে সমাজ, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সবাই চমকে উঠেছিল। সে কি! মেয়ে হয়ে ডাক্তারি পড়বে! সব ছেলেদের মধ্যে একা! শরীর নিয়ে শিক্ষা! ইজ্জত থাকবে সেখানে? সমাজ কী বলবে? চারদিকে নেতিবাচক কথার মধ্যে সায় দিলেন বাবা। বললেন, তুই ডাক্তারি পড়। সমাজের ফালতু কথায় কান দিস না। মহিলা ডাক্তার খুব দরকার এই পোড়া দেশে। এরা ধর্ম ধরে বসে থেকে বাড়ির মেয়েদের পুরুষ ডাক্তার দেখাবে না, আবার মেয়েদের ডাক্তারও হতে দেবে না। মাঝখান থেকে মরবে ঘরের মেয়েগুলো।

ডাক্তারি পড়ার সময়ও নানা অসুবিধা। ছাত্রদের দিক থেকে তাঁর প্রতি আগ্রহ যেমন ছিল, টিপ্পনিও ভেসে আসত সময়ে সময়ে। সে যেন অন্য গ্রহের জীব। ২০০ জন পুরুষের মধ্যে কাদম্বরী তখন একমাত্র নারী। সে প্র্যাকটিকাল ক্লাস করবে কী ভাবে? ছাত্ররা পরস্পরের শরীর চেক আপ করে। কাদম্বিনীর ক্ষেত্রে কী হবে?

সেই সময় এগিয়ে এলেন এক শিক্ষক। দাড়ি গোঁফওয়ালা ঋষিতুল্য চেহারা। তিনি বললেন, এ সব নিয়ে ভেবো না। আমি ব্যবস্থা করে দেবো। যে কোনও প্রয়োজনে এগিয়ে আসতেন তিনি। উৎসাহ দিতেন। এ ভাবেই পাশে থাকতে থাকতে কখন যেন কাদম্বিনীর লড়াইয়ের শরিক হয়ে গেলেন সেই শিক্ষক। কাদম্বিনী ভরসা পেলেন। সেই ভরসা পরিণত হল প্রণয়ে।

বয়সে আঠেরো বছরের তফাৎ, তার ওপরে বিপত্নীক, কিছুই বাধা হল না। ব্রাহ্ম সমাজের নেতা, সমাজ সংস্কারক এই লোকটির মধ্যে কাদম্বিনী খুঁজে পেলেন এক প্রকৃত মানুষকে। ফলে লড়াইয়ের সঙ্গীকে জীবনের সঙ্গী করে নিলেন কাদম্বিনী।

মেডিক্যাল কলেজে পড়াকালীনই তিনি সরকারের স্কলারশিপ পেতেন মাসে ২০ টাকা করে। সেই সময়ের তুলনায় টাকাটা ছিল যথেষ্টই লোভনীয়।

পাঁচ বছর মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করার পর বিলেত যাওয়ার আগে ১৮৮৮ সালে তিনি কিছুদিন লেডি ডাফরিন মহিলা হাসপাতালে মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে কাজ করেছিলেন।

স্বামীর উৎসাহ আর চেষ্টাতেই কাদম্বিনী পেলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে ইওরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ডিগ্রি।

১৮৯৫ সালে রাজমাতার চিকিৎসার্থে নেপাল যান তিনি। ১৮৮৯ সালে বোম্বে শহরে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে প্রথম যে ছ'জন নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন, কাদম্বিনী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। পরের বছর তিনি কলকাতার কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। কাদম্বিনী ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম মহিলা বক্তা। তিনি গান্ধীজীর সহকর্মী হেনরি পোলক প্রতিষ্ঠিত ট্রানসভাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি এবং ১৯০৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মেলনের সদস্য ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই অধিবেশন মহাত্মা গান্ধীর সম্মানের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল। কাদম্বিনী চা বাগানের শ্রমিকদের শোষণের বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং তিনি তাঁর স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের কাজে লাগানোর পদ্ধতির নিন্দা করেছিলেন।

কবি কামিনী রায়ের সঙ্গে কাদম্বিনী দেবী ১৯২২ সালে বিহার এবং ওড়িশার নারী শ্রমিকদের অবস্থা তদন্তের জন্য সরকারি তরফে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই রকম একজন উদার মানবতাবাদী সমাজসংস্কারক মানুষটির নামে এমন কুৎসা! শিক্ষা দিতে হবে বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক মহেশ পালকে। আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

দ্বারকানাথ বললেন, ছেড়ে দাও, কী দরকার এই সবে? কিন্তু কর্তব্যে অটল কাদম্বিনী। বললেন, না। এই লড়াই আমার নিজের জন্য নয়, বাংলার ঘরে ঘরে যে সব মেয়েরা শিক্ষার জন্য গুমরে মরছে, সমাজের ভয়ে এগোতে পারছে না। এ লড়াই তাদের জন্য। যাতে শিক্ষার জন্য এগিয়ে আসা নারীদের কেউ কলঙ্ক লাগাতে না পারে, এ লড়াই তার জন্য। লড়লেন তিনি। মহেশ পালকে ১০০ টাকা জরিমানা আর ৬ মাসের কারাবাসের ব্যবস্থা করে তবে থামলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বছর জন্মেছিলেন, সেই ১৮৬১ সালেই জন্মেছিলেন কাদম্বিনী। ১৮ জুলাই। বিহারের ভাগলপুর। বাবা ব্রজকিশোর বসু।

কিন্তু আইনের লড়াইতে জিতলেও, সমাজের লড়াইতে জয়ী হওয়া অত সহজ ছিল না। রক্ষণশীল সমাজ রীতিমতো ঘৃণার চোখে দেখত তাঁকে। এমনই এক পরিবার ছিল কলকাতার রায়চৌধুরী পরিবার।

গৃহকর্তা মনে করতেন, মেয়েদের স্থান অন্দরমহলে। আধুনিক শিক্ষা বিগড়ে দেয় মেয়েদের। সেই পরিবারেরই আদরের এক কন্যা সুলতা। তখন সন্তানসম্ভবা। মেয়েকে নিজের কাছে আনিয়ে রাখলেন তিনি। একদিন রাত্রে প্রসব বেদনা উঠল। ধাইমা বলা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল। মেয়ে তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। পরিবারের চিকিৎসকের ডাক পড়ল।

কিন্তু তিনি তো পুরুষ। তাই তাঁর ভিতরে ঢোকা বারণ। পর্দার বাইরে বসে রোগীর অবস্থা শুনে শুনে তিনি নিদান দিতে শুরু করলেন। কিন্তু ধাইমা বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়তে লাগলেন সুলতা। ডাক্তার সেন বাড়ির কর্তাকে ডেকে বললেন, এই ভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব না। যদি পুরুষ ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা না করান, কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে কল দিন। সম্প্রতি লন্ডন থেকে বিরাট ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছেন তিনি। একটু ইতস্তত করে কর্তা বললেন, এত রাত্রে তিনি আসবেন? সমাজ কী বলবে তাঁকে? চড়া গলায় ডাক্তার সেন বললেন, সমাজ বলতে তো আপনাদের মতো কয়েক জন গোঁড়া লোক। আধুনিক পৃথিবীতে তাঁদের মতামতের কোনও দাম নেই। আপনারা এ বার মুখ বন্ধ রাখুন। আগে মেয়েটাকে বাঁচান। লজ্জা, সংস্কার, ঐতিহ্যের অহংকার চেপে রেখে রায়চৌধুরী বাড়ির কর্তার নির্দেশে গাড়ি গিয়ে পৌঁছল কাদম্বিনীর বাড়ির দরজায়। কাদম্বিনী জানতেন এই রক্ষণশীল পরিবারটিকে। গাঙ্গুলিদের সমাজচ্যুত করার জন্য তাঁরা খুবই উঠেপড়ে লেগেছিলেন। সেই পরিবার আজ তাঁর শরণাগত। মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয়ে নিলেন কাদম্বিনী। গাড়িতেই শুনে নিলেন কেস হিস্ট্রি। তৈরি হলেন মনে মনে, আজ তাঁর আসল পরীক্ষা।

রায়চৌধুরী বাড়িতে সে দিন যমে-মানুষে টানাটানি। খুব ক্রিটিকাল কন্ডিশন। পেশেন্ট খুব খারাপ অবস্থায়। কাদম্বিনী বললেন, আপনাদের গাফিলতিতে আজ এই পরিস্থিতি। পেশেন্টকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু বেবির কোনও গ্যারান্টি দিতে পারছি না। দ্বিতীয় কোনও অপশন না থাকায় বাড়ির কর্তা মাথা কাত করলেন, তাই-ই সই।

বেশ কিছুক্ষণ সময় পার হয়ে গেল। অবশেষে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ক্লান্ত কাদম্বিনী দেবী। ঘরের ভিতরে কান্নার আওয়াজ। না, সে কান্না দুঃখের নয়, কচি গলার কান্না, স্বস্তির কান্না।

রায়চৌধুরীবাবু এগিয়ে এলেন। কাদম্বিনী গম্ভীর মুখে বললেন, আপনার মেয়ে সুস্থ আছে। বেবিও পুরো ফিট। নাতনি হয়েছে আপনার।

প্রৌঢ়ের চোখে চকচক করে উঠল জল। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাই! আশীর্বাদ করুন, এই মেয়ে যেন আপনার মতোই ডাক্তার হয়। আপনার ফিজ কত দেবো মা? হঠাৎ আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল কাদম্বিনীর গলা। ফিজ দিতে হবে না। যেটা বললেন, সেটাই করুন। মেয়েটাকে শিক্ষা দিন। বিকশিত হতে দিন কুঁড়িগুলোকে।

হুস করে বেরিয়ে গেল কাদম্বিনীর গাড়ি।

এই হলেন কাদম্বিনী। সমাজের কলঙ্ক গায়ে মেখেও সংকল্পে অটুট ছিলেন। রক্ষণশীল পরিবারের মহিলাদের অসুস্থতায় ডাক পেলেই ছুটে যেতেন রাতবিরেতেও। চিকিৎসার বিনিময়ে সংকল্প করিয়ে নিতেন মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার।

তাঁর থেকে সাহস পেয়ে, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কত নারী যে এগিয়ে এসেছে নিষেধের বাধা ঠেলে! এগিয়েছে সমাজ, এগিয়েছে দেশ। আজ ভারতে যত মহিলা চিকিৎসক, সবার কাছে তিনি ভগীরথ, পথপ্রদর্শক। তবু সন্তান প্রসব করানোর জন্য তিনি যখন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়িতে যেতেন, ইংল্যান্ড ফেরত ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে 'দাই' বলে ডাকা হত। খেতে দিয়ে তাঁর এঁঠো থালাবাসন তাঁকেই ধুয়ে দিয়ে যেতে বলা হত। তিনি নিজেও ছিলেন আট সন্তানের মা। আর সে জন্য সংসারেরও তাঁকে প্রচুর সময় দিতে হত। তিনি সূচিশিল্পেও নিপুনা ছিলেন।

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে, ১৯২৩ সালের ৩ অক্টোবর মাত্র ৬২ বছর বয়সে একটি অপারেশন সেরে বাড়ি ফেরার পথে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। যাঁর পোশাকি নাম— কাদম্বিনী বসু গঙ্গোপাধ্যায়।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলি শুধু চিকিৎসক নন, এক কঠিন লড়াইয়ের পথিকৃৎ, এক সংস্কারক, এক প্রেরণা। কিন্তু তিনি আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে। তাঁর নামে হয়নি কোনও মেডিকেল কলেজ, সরু কোনও অলিগলির কোথাও বসানো হয়নি তাঁর ছোটখাটো একটা মূর্তিও। তিনি তা চানওনি। যা চেয়েছেন তা হয়েছে। হাজার হাজার মেয়ে এখন চিকিৎসক হয়েছেন। উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দিচ্ছন বিদেশে। সফল পুরুষদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছেন।

কিঙ্কর জীবানন্দ ওমপ্রকাশের আবির্ভাব উৎসব

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের অনন্য অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে জীবানন্দজি ছিলেন অন্যতম। সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের দেশের যেসকল স্থানে মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই জীবানন্দজির সেবার আন্তরিক প্রয়াস চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। পরমপূজ্য গুরুদেবের আশ্রিতদের জন্য তিনি সদাই ছিলেন জাগরুক। কিন্তু মাঠ থেকে মঠ প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে ছিল তাঁর সদাজাগ্রত একাগ্র প্রয়াস। এমনকী মঠ প্রতিষ্ঠার সময়ে যে সকল বাধার তিনি মুখোমুখী হয়েছেন সেগুলি অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছেন গুরুর কৃপায়। কোনও কিছুকেই তিনি পরোয়া করতেন না। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি নগরের কুমারপাড়ায় জন্ম নেন জীবানন্দজি। জীবানন্দজির পিতা-মাতা উভয়েই সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের আশ্রিত ছিলেন। ঠাকুর নিজেই জীবানন্দজিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন জীবানন্দজির পিতা-মাতার কাছে। তাঁরা সানন্দে জীবানন্দজিকে সমর্পণ করেন ঠাকুরের চরণে। এরপর সবটাই ইতিহাস। ঠাকুরের কৃপায় জীবানন্দজি ভগবৎ অনুভূতির আস্বাদ লাভ করেন। তাঁর জীবনটাই হয়ে যায় গুরুময়। তিনি বিভিন্ন সময়ে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়লেও তাকে অনায়াসে অতিক্রম করেছেন, গুরুর কৃপাতেই। সেসব কথা তিনি নিজের মতো করে লিখেছেন বিভিন্ন সময়ে। জীবানন্দজি তাঁর ভগবৎ অনুভূতির কথা লিখেছেন অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায়। কিন্তু ভগবৎ অনুভূতিতো আর বললেই হয় না। তাঁর সুকৃতির ফলে তিনি ঠাকুরের কৃপায় তার আস্বাদ পেয়েছেন কিন্তু এই অনুভূতিকে তিনি নিজের মতো করে আস্বাদ করেছেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সতীর্থদের মধ্যে ভাগাভাগি করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায়। কিন্তু গুরুকৃপা ব্যতীত যে কোনও কিছুই সম্ভব নয় সেকথা তিনি সকলকে বোঝাতে কখনও ভুলে যেতেন না। তাই গুরুঅন্ত প্রাণ জীবানন্দজির জীবন ছিল গুরুময় মঠ মন্দির স্থাপনের মাধ্যমে তা সাকার করা। তাতেই তিনি সারাটা জীবন কাটিয়েছেন। অথচ সেসময়ে অর্থ সংগ্রহ করা ছিল বেশ কঠিন। সে সব দিকে জীবানন্দজির কোনও খেয়াল ছিল না। তিনি জানতেন গুরুর কৃপায় সবই একদিন সম্ভব হবে। হতও তাই। মহামিলন মঠ প্রকৃত অর্থেই মাঠ ছিল। মাঠের চারিদিকে না ছিল কোনও পাঁচিল না ছিল কোনও সুরক্ষার ব্যবস্থা। বাংলায় নকশাল আন্দোলনের সময়ে রাতবেরাতে জীবানন্দজি লাঠি হাতে পাহাড়া দিয়েছেন। সেই মাঠকেই তিনি এক সুসজ্জিত মঠে পরিণত করেছেন পরম মমতায়। গুরুময় জীবানন্দজির জীবন সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের মঠ মন্দিরগুলিতে কেটেছে। সীতারামদাসজি ওঙ্কারনাথদেব জীবানন্দজির দীক্ষান্ত নামকরণ করেন ওমপ্রকাশ। হাওড়ার বালটিকরি সদানন্দ মঠে সোমবার ১ এপ্রিল আবির্ভাব উৎসব পালিত হবে। এই মঠেই তিনি তাঁর অন্তিম সময় অতিবাহিত করেছেন। বর্তমান সময়ে তিনি গুরুভক্তির এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

সংকলন : সত্যব্রত কবিরাজ

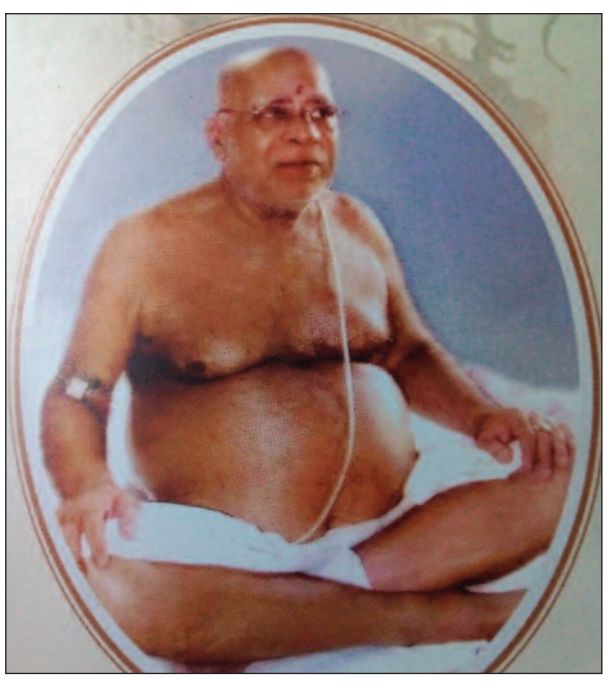

দক্ষিণ মালদায় নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরি

ছেলের হয়ে প্রচারে নামব: আবু হোসেন চৌধুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে তৃণমূলের কিছু করার ক্ষমতা নেই। ওরা ভুল বুঝিয়ে ভোট চাইছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের যে তদন্তকারী এজেন্সিগুলি রয়েছে তারা তৃণমূলের একটার পর একটাকে ধরছে। তাহলে ওরা কি করে একটা শ্রেণির মানুষকে বাঁচাবে। প্রায় তিনমাস পর মালদায় ফিরে এভাবেই ঘুরিয়ে মোদির প্রশংসা করে এবং তৃণমূলের সমালোচনা করেছেন দক্ষিণ মালদার বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ তথা গনিখান চৌধুরির ভাই আবু হোসেন চৌধুরি (ডালু)। যদিও এবারের লোকসভা ভোটে ডালুবাবু বার্ধক্যজনিত কারণে প্রার্থী হননি। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে এবারে কংগ্রেস দলের প্রার্থী হয়েছেন ডালুবাবুর একমাত্র ছেলে ইশা খান চৌধুরি। রবিবার মালদার কোতুয়ালি ভবনে সাংসদ ডালুবাবু ফিরে আসতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস দলের প্রার্থী মোস্তাক আলম। যদি এদিন বাড়িতেই সকাল থেকেই বাবার সঙ্গে এক প্রস্তর আলোচনা করেছেন ছেলে তথা এবারে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ইশা খান চৌধুরি। এরপরই ডালুবাবু কয়েকজন সাংবাদিকদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে বিশদ ভাবে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করেছেন।

দক্ষিণ মালদার সাংসদ তথা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আবু হাসেম খান চৌধুরি (ডালু) বলেন, গতবারের বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছিল আমার ছেলে ইশা। সেই সময় এনআরসি এবং সিএএ নিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ছিল তৃণমূল। ফলে আতঙ্কিত সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশ তৃণমূলকে ভোট দিয়ে জয়ী করেছিল। পরাজিত হয়েছিল কংগ্রেস। এরপর কেটেছে কয়েকটা বছর। অনেকেই যে ভুল করেছেন, তা এখন স্বীকার করছেন। নাগরিকত্ব আইন সম্পর্কে ভুল বুঝিয়ে আর ভোট নিতে পারবে না তৃণমূল। কারণ, মানুষ সবটাই বুঝে গিয়েছে। একটা সম্প্রদায়ের মানুষ বুঝে গিয়েছে তৃণমূল এই নাগরিকত্ব আইন নিয়ে ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অধীনে থাকা বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাগুলি এ রাজ্যের তৃণমূলের একটার পর একটাকে ধরছে। তাহলেই ভাবুন ওরা সাধারণ মানুষকে কি করে বাঁচাবে। ওদের অবস্থা খুবই খারাপ।

কংগ্রেস সাংসদ ডালুবাবু এদিন আরও বলেন, শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি বেশ কয়েক মাস বাইরে ছিলাম। শরীরটা কিছুটা ঠিক হয়েছে। ছেলে ইশার প্রচারে আমি নামব। ওর জন্য মানুষের কাছে ভোট চাইব। ও যখন সুজাপুরের বিধায়ক ছিল, তখন অনেক কাজই করেছে। কিন্তু নাগরিকত্বের একটা আতঙ্ক মানুষকে ভুল বুঝিয়ে গত বিধানসভা নির্বাচনে ইশাকে হারিয়েছিল। ছেলের জন্য মানুষকে বলব, ও খুব পরিশ্রমী এবং কর্মঠ। ওকে সহযোগিতা করুন। দক্ষিণ মালদায় কংগ্রেসের মূল প্রতিপক্ষ কেউ নেই। তবে শুনেছি বিজেপি প্রার্থী হিসেবে একজন ভদ্রমহিলা বাইরে থেকে এসে বড়বড় ভাওতাবাজি দিচ্ছে। তাতে কোনও লাভ হবে না। কারণ বিজেপির অনেক সমর্থকরা আমার সঙ্গে দেখা করেছে। বহিরাগত প্রার্থীকে মানতে চাইছেন না তারা। কংগ্রেস সাংসদ ডালুবাবু এদিন কোতুয়ালির বাসভবনে বসে বলেন, অনেকেই আমার মধ্যে নাকি দাদা গনিখান চৌধুরির ছায়া দেখতে পান। সেটা তাঁদের আবেগ। তবে এবারে ছেলেকে দক্ষিণ মালদার দায়িত্ব দিয়েছি। আমার আশা মানুষ ইশাকে মেনে নিবে। কারণ গত বিধানসভা নির্বাচনে যে ভুলটা হয়েছিল, তাতে অনেক ভোটারেরাই দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ইশা ভালো ছেলে ও কাজের ছেলে। কিছুদিনের মধ্যেই আমি কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরির জন্য ময়দানে নামব, ওর জন্য ভোট চাইতে গ্রামেগঞ্জে ছুটব।

বসিরহাটের জয় সময়ের অপেক্ষা: সুজিত বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের জয় নিশ্চিত করতে শনিবার তৃণমূল প্রার্থী হাজি শেখ নুরুল ইসলামের বাড়িতেই হল এক বিশেষ সভা। এদিন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু উপস্থিতিতে এই সভা হয়। বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট লোকসভার মধ্যে থাকা ৭টি বিধানসভার বিধায়করা, শহর ও গ্রামীণ এলাকার দলের বিভিন্ন পদাধিকারীরা এবং নেতারা। এদিন জয়ের রণকৌশল ঠিক করে দেন সুজিত বসু। মূলত বাড়ি বাড়ি গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উন্নয়ন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনা এবং বিজেপি দেশ বিরোধী কার্যকলাপের প্রচারকেই হাতিয়ার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিগত দিনের নির্বাচনের বিধানসভা থেকে বুথ ভিত্তিক ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে কোথায় কোথায় দুর্বলতা রয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করা হয়। সুজিত বসু জানান, বসিরহাট লোকসভার অন্তর্গত ৭ বিধানসভা এলাকার প্রতিটিতে প্রার্থীকে নিয়ে তিনি নিজে র‍্যালি করবেন। এছাড়াও আগামী ৬ এপ্রিল সন্দেশখালির রাজবাড়ি এলাকায় ওই বিধানসভার মহিলাদের নিয়ে একটি সভা ও মিছিল করা হবে। সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ ও বসিরহাট শহরের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে। দমকল মন্ত্রী জানান, বসিরহাটের জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। তবে ভোটের ব্যবধান কত বাড়ানো যায় দেই দিকেই নজর দেওয়া হচ্ছে। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে সুজিত বসু বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালিকে উন্নয়ন দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন। ওখানে মানুষের আর কোনও অভিযোগ নেই। বিরোধীরা রাজনৈতিক ফায়দার স্বার্থে নানান অজুহাতে সন্দেশখালিকে জিইয়ে রাখতে চাইছে। ওখানকার মানুষ সেটা বুঝে গেছে। ফলে মানুষ ব্যালটে তার উত্তর দিয়ে দেবে বলে জানান সুজিত বসু।

বারাসাতে স্বপন মজুমদারকে প্রার্থী করা নিয়ে অসন্তোষ দলের অন্দরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: প্রচারেও নামব না, বিজেপিকে ভোট দেব না, অন্য কাউকে দেব, বারাসাতে স্বপন মজুমদারের প্রার্থী হওয়া নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য গত লোকসভা ভোটে বারাসাতের বিজেপি প্রার্থী ড মৃণাল কান্তি দেবনাথের। বারাসাতের বিজেপি প্রার্থী স্বপনকে নিয়ে অস্বস্তি বেড়েই চলেছে দলের নেতা কর্মীদের। এবার মুখ খুললেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের ২০১৯ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বিজেপি প্রার্থী ড মৃণাল কান্তি দেবনাথ। স্বপন মজুমদার নিয়ে যা শুনছি তাতে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে মৃণাল বাবু বিজেপিকে ভোট দেবেন না প্রচারেও নামবেন না। হাবড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানান বিজেপি নেতা মৃণাল কান্তি দেবনাথ। তার আরো ক্ষোভ গত তিন বছরে দলের সভা সমিতিতে তাকে ডাকা হত না, এবারেও প্রার্থীর জন্য তিনি দলের সঙ্গে দলীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন লিখিত আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন, তবে তাকে প্রার্থী না করা নিয়ে দুঃখ নেই। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো তিনবারের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের বিপক্ষে ভালো কাউকে ক্যান্ডিডেট করা হচ্ছে। তবে স্বপনকে বিজেপি প্রার্থী করায় তিনি যে হতাশ তা এদিন তার কথাতেই প্রকাশ করলেন। আরও বলেন স্বপন মজুমদারের সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নেই, শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও আমার কোনও বিরোধ নেই, তবে ওনার বিরুদ্ধে ড্রাগ পাচার সহ যে সমস্ত অভিযোগগুলো সামনে আসছে সে ক্ষেত্রে আমি ওনার হয়ে প্রচারে যেতে পারব না।

গোঘাটে হিমঘর থেকে গ্যাস লিক করে বিপত্তি, আতঙ্কিত স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হিমঘর থেকে গ্যাস লিক করে বিপত্তি! আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের শান্তিপুর রূপসী বাংলা কোল্ড স্টোরেজে এই গ্যাস লিক করে বিপত্তি ঘটে। যদিও অসুস্থ হওয়ার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন ও গোঘাট থানার পুলিশ আধিকারিকরা। আর এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানা গেছে, স্টোরে আলু জমার কাজ চলছিল। শনিবার সকালে হঠাৎই আচমকায় স্টোরে গ্যাস লিক করে। চারিদিক ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। তড়িঘড়ি হিমঘরের কর্মীরা দমকল ও পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন ও গোঘাট থানার পুলিশ আধিকারিকরা। এই বিষয়ে হিমঘরের কর্মীরা জানান কোনও কিছুই বুঝতে পারা যায়নি। হঠাৎই আচমকায় চারিদিকে ধোঁয়ায় ভরে যায়। তারপর হিমঘরের কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। দ্রুত পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়। এই বিষয়ে ওই কোল্ড স্টোরেজের এক কর্মী বলেন, হিমঘরের যেখান থেকে মেশিন অপারেট করা হয় সেখানেই গ্যাস লিক করে। গ্যাসের পাইপের সঙ্গে একটা কাঁচের জার লাগানো থাকে, সেটা চাপ পড়ে ফেটে যায়। তারপর থেকে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস লিক করতে থাকে। কোনও কর্মী ওই রুমে প্রবেশ করতে পারছে না। আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে কর্মীরা। তাই পুলিশ ও দমকলে খবর দেওয়া হয়। অপরদিকে বাবলু বিট নামে একজন স্থানীয় মানুষ বলেন, হিমঘরে গ্যাস লিক করার ঘটনায় শুধু হিমঘরের কর্মীদের পাশাপাশি এলাকার মানুষও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তবে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ ও দমকল ঘটনাস্থলে আসে এবং কাজ শুরু করে।

লোকসভা ভোটের আগেই আইএসএফ-তৃণমূল বচসা, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: সামনেই লোকসভা ভোট আর ভোটের আগে আইএসএফ- তৃণমূল মধ্যে বচসা। বচসা থেকে হাতাহাতি হয় দু'পক্ষের মধ্যে। তাতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পূর্ব খিকাপুরের অন্তর্গত দাড়িপুকুর গ্রামে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। প্রথমে দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়। আর সেই বচসাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় আইএসএফ ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষ। আইএসএফের অভিযোগ, সামনে লোকসভা ভোট আর সেই লোকসভা ভোটে তাদের মাঠে ময়দানে নামতে দেবে না সেই কারণেই এই ধরনের গন্ডগোল পাকাচ্ছে তৃণমূলের কর্মীরা। তারা বলেন, ইফতার সেরে চায়ের দোকানে বসেছিলেন আইএসএফ কর্মীরা আর সেখানে একটা গন্ডগোল সৃষ্টি হয় সেখানে শুরু হয় বচসা ও হাতাহাতি। আর হঠাৎ করে তৃণমূলের কিছু কর্মী সমর্থক এসে তাদের উপর মারধর করে বলে অভিযোগ। পাল্টা অভিযোগ করেছে শাসকদলের নেতা কর্মীরা। তাদের দাবি, দুই ভাইয়ের কথোপকথনের মধ্যে ঢুকে এই সম্পূর্ণ গন্ডগোলটি পাকিয়েছে আইএসএফ কর্মীরা। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঝামেলা পাকিয়ে তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়েছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। দত্তপুকুর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

মালদায় আয়োজিত হল ওয়েবকুপার সম্মেলন ও সেমিনার

নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন-না করেই আয়োজিত হয়েছে সম্মেলন: ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে তৃণমূল পরিচালিত অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার সম্মেলন এবং সেমিনার নিয়ে কোনও নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করা হয়নি। এসবই বিরোধীদের চক্রান্ত। এই সম্মেলন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের যা নির্দেশিকা রয়েছে তাই পালন করা হয়েছে। শনিবার মালদায় ওয়েবকুপার সম্মেলনে যোগ দিতে এসে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শনিবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর সেখানেই উপস্থিত হন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা সংগঠনের সভাপতি ব্রাত্য বসু। মন্ত্রী বলেন, উপাচার্যের অনুমতির পর ইসি কমিটিতে এবারে রাজ্য সম্মেলন করার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়। নির্বাচনের যে ধরনের গাইডলাইন রয়েছে, তা মেনেই এই সম্মেলন করা হয়েছে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থিত সংগঠনের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে উন্নতিকরণ, গবেষণামূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো প্রশ্নই আসে না। আসলে সবটাই বিরোধীদের চক্রান্ত। এদিন রাজ্যের ২৯ টি জেলার প্রায় ১৭০০ জন অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা ওয়েবকুপার সম্মেলনে সামিল হন। সাংবাদিকদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটা সময় রাজ্যপাল শিষ্টাচার করেছে। প্যারালাল ভাবে জানাতে চাইছিল। কিন্তু সেটা হয়নি।

তৃণমূল প্রার্থী তথা সাংসদ দেব বলেছেন, তৃণমূল হারাতে পারে তৃণমূলকে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, দেব যেটা বলেছে সেটার ব্যাখ্যা আছে। ও বোঝাতে চেয়েছিল এই বাংলায় তৃণমূলের বিকল্প কেউ নেই। আসলে দেব বোঝাতে চেয়েছে গতবার লোকসভা ভোটে, আমরা পেয়েছিলাম ২২টি আসন। এবার আমরা ৩০ টার বেশি আসন পেতে পারি। এই বেশি আসনের ব্যাখ্যা এভাবেই দেব দিয়েছিল। দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন প্রসঙ্গে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, উনি শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ। তামিলনাড়ুতে উনাকে প্রার্থী করা হচ্ছিল। উনি বলেছিলেন টাকা নেই নির্বাচন লড়তে পারব না। আসলে নির্বাচন লড়তে পয়সা লাগে না। বিষয়টা হয়েছে তামিলনাড়ুতে নির্মলা সীতারমন দাঁড়াতে গেলে জামানার জব্দ হয়ে যেত। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন লড়তে পয়সা লাগে না। এই কথা বিজেপির বোঝা উচিত।

এদিকে এদিন তৃণমূল পরিচালিত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েব কুপার সম্মেলনের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বিশিষ্ট অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি দক্ষিণ মালদার তৃণমূল দলের প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হান নিজে একজন অধ্যাপক এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সদস্য হওয়ায় তিনিও এই সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে তুলে ধরেন।

ওয়েবকুপার এক কর্মকর্তা তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধক বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক আগেই আবেদন জানিয়েছিলাম। উপাচার্যকে এ ব্যাপারে জানানো হয়। পরবর্তীতে উপাচার্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের বৈঠকের বিষয়টি জানান। ইসি কমিটি থেকেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠকে বেছে নেওয়া হয় ওয়েবকুপার সম্মেলনের জন্য। আমরা নির্বাচনের গাইডলাইন মেনে এবং পাঁচ হাজার টাকা ফিস দিয়েই এদিনের এই সম্মেলনের আয়োজন করেছি। শুধুমাত্র এই মাঠটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অংশকেই এই সম্মেলনের মধ্যে সামিল করা হয়নি। এদিনের উপস্থিত সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেই আগামীতে পঠন পাঠনের উন্নতিকরণ, সংগঠনের ফান্ড বিষয়ক আলোচনা নিয়েও মতামত বিনিময় করা হয়। ওয়েবকুপার সম্মেলনের আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা নির্বাচন কমিশনের পোর্টালের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান করার জন্য অনুমতি নিয়েছে। এখানে কোনও রকম ভাবেই নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হয়নি।

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION WEST BENGAL
KRETA SURAKSHA BHAWAN (Ground Floor)
11A, Mirza Ghalib Street
Kolkata - 700 087.
NOTICE
To
Dr. S.K. Pramanick, M.D.(Radio Diagnosis),
Monorama Ultrascan Pvt. Ltd., Chakdaha
Unit of Lalpur, Bogaon Road,
P.O. & P.S.- Chakdaha
District: Nadia, Pin-741222.
Whereas, Director, Monorama Ultrascan Pvt.Ltd & Director, Manorama Hospitex Pvt. Ltd., have institued an Appeal being No. A/129/2023 aginst you.
Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench-III of this Commission in person or by a pleader or by authorised representative on 12th day of April, 2024 at 10.30 O'clock in the forenoon in default the case will be heard and considered in your absence.
Given under my hand and seal on the Commission this 29th day January, 2024
By order
Sd/-
Registrar

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE
Construction farms/agency are hereby invited to submit the quotations for construction of G+4 storied building comprising of 8 no flats in plot No. AA-IIB/914, New Town, Kolkata having area of 334 sq.mtr of Batayanik Co-operative Housing society Ltd. as per architectural drawing including Development of the plot, Piling, Boundary wall etc. complete in all respect (Except lift). The last date of submission of the quotation is 15.04.24. The selection process is the discretionary of the society. For any queries may contact to the under signed.
Sd/- (Tuhin Biswas) Chairman
Batayanik co-operative Housing Society Ltd.
21, Vidyyasagar Road, Dum Dum Cant., Kolkata- 65, Mob. No. 7765915145

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
Bardhaman Zonal Office, Estate Department
446/N, Armstrong Avenue, Sector-2A, Bidhan Nagar-713212
Contact No. - 8967846766, email- Bardhaman.Estate@bankofindia.co.in
ভাড়া/লিজে প্রেমিসেস আবশ্যক
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোনাল অফিসের জন্য সুনির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে **১০০০ থেকে ১৩০০ বর্গ ফুট (আনুমানিক)** একতলায় **গ্রাম কালারা, পো. জামালপুর, থানা - জামালপুর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪০৮** এর জন্য আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.co.in** 'টেন্ডার' অধীনে বা আমাদের জোনাল অফিস ঠিকানায় দেখুন।
দুই ডাক ব্যবস্থায় সিলকরা খামে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **৩০.০৪.২০২৪ বিকেল ৪টা** পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।
জোনাল ম্যানেজার
বিওআই বর্ধমান জোন

শ্রী বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবন প্রাইভেট লিমিটেড
CIN: U24233WB1947PTC015374
রেজিস্টার্ড অফিস: 1 গুপ্তা লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - 700006
ফোন: 033 4020 8855; ইমেল: cs@baidyanath.com;
ওয়েব: www.baidyanath.com
নোটিস
(কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য)
বিষয়: বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তর সুরক্ষা তহবিল (IEPF)
এই বিজ্ঞপ্তিটি বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধিমালা, 2016 ("নিয়মগুলি") এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা অবহিত করা পরবর্তী সংশোধনগুলির বিধান অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে।
বিধিতে এই ধরনের শেয়ার হস্তান্তর করার বিধান রয়েছে, যার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিলের (IEPF) ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের নামে শেয়ারহোল্ডাররা টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে লভ্যাংশ প্রদান বা দাবি করেননি। কোম্পানি পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ করেছে যাদের শেয়ার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নিয়মের অধীনে আইইপিএফ-এ (IEPF) স্থানান্তরিত হতে বাধ্য।
কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে www.baidyanath.com-এ আইইপিএফ-তে (IEPF) স্থানান্তরের জন্য এই ধরনের শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ারের সম্পূর্ণ বিবরণ আপলোড করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের অবৈতনিক/অদাবীকৃত লভ্যাংশের বিশদ এবং আইইপিএফ-তে (IEPF) স্থানান্তর করার জন্য দায়বদ্ধ শেয়ারগুলির বিশদ যাচাই করার জন্য https://www.baidyanath.com/pages/investor-relation ওয়েবলিংকটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখতে পারেন যে অবৈতনিক/অদাবীকৃত লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ (IEPF) কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ার উভয়ই এই ধরনের শেয়ারের উপর জমা হওয়া সমস্ত সুবিধা সহ, যদি থাকে, নিয়মের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে আইইপিএফ (IEPF) কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে। একবার এই শেয়ারগুলি আইইপিএফ-তে (IEPF) স্থানান্তরিত হলে, সমস্ত ভোটাধিকার নিষিদ্ধ করা হবে এবং সেই শেয়ারগুলিতে জমা হওয়া সমস্ত সুবিধা যেমন লভ্যাংশ, বোনাস শেয়ার, বিভাজন, একত্রীকরণ ইত্যাদি হারিয়ে যাবে, কারণ এগুলোও আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হবে।
যদি কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনো যোগাযোগ না পায়, তাহলে কোম্পানি বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী শেয়ারগুলি আইইপিএফ-এর (IEPF) কাছে হস্তান্তর করবে।
শেয়ারহোল্ডারদের যদি বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে, তারা কোম্পানি সচিব উমা শঙ্কর গুটগুটিয়ার সাথে 1 গুপ্তা লেন, কলকাতা 700006 যোগাযোগ করতে পারেন, ফোন: 033 4020 8855, ইমেল: cs@baidyanath.com, ওয়েবসাইট: www.baidyanath.com
শ্রী বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য
এসডি/-(Sd/-)
রাম কৃষাণ শর্মা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থানঃ কলকাতা
তারিখ: 30 মার্চ, 2024

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা : পাইকপাড়া
৫৪, টালাপার্ক এভিনিউ, পাইকপাড়া, কলকাতা-৭০০০৩৭
ইমেল আইডি : paikpara@indianbank.co.in
ফোন নম্বর : ০৩৩-২৫৫৬৬৪২১
পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৪.০৬.২০২১** তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স শর্মা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী শ্রী নির্মল শর্মা এবং শ্রীমতি শেফালি শর্মা ২৪/৬, শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৭, পো. পাইকপাড়া শাখা (এসি নং - ৫০৪৩৯৪১৫৯৫৯) নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৫২৪৭২৯৫.০০ টাকা (বাহান্ন লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুশো পঁচানব্বই টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৭ মার্চ ২০২৪** তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর নিকট বকেয়া **৮৬১৭৬৩০.০০ টাকা (ছিয়াশি লাখ সতের হাজার ছশো তিরিশ টাকা) টাকা ২৭.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ ব্যাঙ্কের নীতি অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পদ
সম্পত্তি নং ১
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোকান ঘর শপ নং ৯ একতলায উত্তর দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত যাবতীয় ফিটিংস, ফিক্সিং সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত জমির পরিমাণ ৯ কাঠা ৬ ছটাক ৩৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বেলঘড়িয়া থানা : বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, পুর ওয়ার্ড নং ১৪, পুর হোল্ডিং নং ১২, বি টি রোড, প্রেমিসেস নং ১২ বি টি রোড,খতিয়ান নং ২৩৯৩ এবং ৬১০, দাগ নং ৪৯, ৫১, ৫০, ৪১, ৪০, ৪৮, এবং ৬১ কামারহাটি পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রীমতি শেফালী শর্মা, ২৪/৬, শ্রীগোপাল মল্লিক রোড,কলকাতা : ৭০০০৫৬ এর নামে সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত প্রেমিসেস নং ১৫ এবং প্রেমিসেস নং ৫, বি টি রোড, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ এবং পেট্রোল পাম্প, **পূর্বে :** অধীর চন্দ্র দাসের অবশিষ্ট জমির অংশ, **পশ্চিমে :** বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।
সম্পত্তি নং ২
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উত্তর মুখী দোকান ঘর শপ রুম (ভেতরের অংশ) নং ১১, একতলায়, মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০ বর্গফুট আনুমানিক এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ৯ কাঠা ৬ ছটাক ৩৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বেলঘড়িয়া, থানা : বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, পুর ওয়ার্ড নং ১৪, অংশ পুরসভা হোল্ডিং নং ১২, বি টি রোড, প্রেমিসেস নং ১২, বি টি রোড,খতিয়ান নং ২৩৯৩, এবং ৬১০, দাগ নং ৪৯, ৫১, ৫০, ৪১, ৪০, ৪৮ এবং ৬১, কামারহাটি পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রী নির্মল শর্মারনামে সম্পত্তি। **দোকানের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৫ ফুট চওড়া সাধারণ করিডর, **দক্ষিণে :** শপ রুম নং ১৩, **পূর্বে :** শপ রুম নং ১১/এ, **পশ্চিমে :** শপ রুম নং ১০। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশত প্রেমিসেস নং ১৫ এবং অংশত প্রেমিসেস নং ৫, বি টি রোড, **দক্ষিণে :** সাধারণের চলার পথ এবং পেট্রোল পাম্প, **পূর্বে :** শ্রীমতি রচনা চক্রবর্তীর অবশিষ্ট জমির অংশ, **পশ্চিমে :** বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।
সম্পত্তির নং ৩
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দক্ষিণ মুখী শপ রুম নং ১৬ একতলায় বিল্ট আপ এরিয়া ৮৭ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারে এলাকা ২৮ বর্গফুট কমবেশি ভবন নির্মিত প্রেমিসেস নং ১২ বি টি রোড কামারহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা মোট সুপারবিল্ট আপ এরিয়া ১১৫ বর্গফুট কমবেশি নির্মিত এলাকা জমির পরিমাণ ৯ কাঠা ৬ ছটাক ৩৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বেলঘড়িয়া, থানা : বেলঘড়িয়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, পুর ওয়ার্ড নং ১৪, অংশ পুর হোল্ডিং নং ১২, বি টি রোড, খতিয়ান নং ২৩৯৩ এবং ৬১০, দাগ নং ৪৯, ৫১, ৫০, ৪১, ৪০, ৪৮ এবং ৬১ কামারহাটি পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রী নির্মল শর্মার নামে সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে** অংশত প্রেমিসেস নং ১৫ এবং প্রেমিসেস নং ৫, বি টি রোড, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ এবং পেট্রোল পাম্প, **পূর্বে :** অবশিষ্ট অংশ জমির শ্রীমতি মিত্রা ভট্টাচার্যর, **পশ্চিমে :** বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।
তারিখ : ২৭.০৩.২০২৪, স্থান : কলকাতা | স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

প্রচারে হঠাৎই সিপিএম কার্যালয়ে ঢুকে ভোট ভিক্ষা তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এলাকায় প্রচারে বেরিয়ে দলের পতাকা কাঁধে তৃণমূলের নেতা কর্মীরা সটান ঢুকে পড়লেন সিপিএমের কার্যালয়ে। সিপিএম কার্যালয়ে থাকা কর্মীদের কাছে তৃণমূলের পক্ষে ভোটদানের আবেদনও জানালেন। বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের বিবড়দা গ্রামের এমন ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই তোলপাড় রাজনৈতিক মহল। নিছকই সৌজন্যতা নাকি প্রচারে চমক দিতেই এমন উদ্যোগ? সিপিএম কর্মীরা বিষয়টিকে তেমন আমল না দিলেও বিজেপির খোঁচা, বিপন্নতা কাটাতে এখন সিপিএমের হাত ধরছে তৃণমূল।

একসময়ের বাম দুর্গ হিসাবে পরিচিত ছিল বাঁকুড়ার তালডাংরা। রাজ্যে পালাবদলের পরও বামেদের সেই দুর্গ অটুট ছিল ২০১৬ সাল পর্যন্ত। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তালডাংরা বিধানসভায় তৃণমূল জয় পেতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে সেই দুর্গ। রাজ্যে পালাবদলের পর বামেদেরও বারবার এই তালডাংরায় তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হতে দেখা গিয়েছে। সেই তালিডাংরাতেই এবার দেখা গেল অন্য ছবি।

তালডাংরার বর্তমান বিধায়ক তথা বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর হয়ে ভোট প্রচার করতে গিয়ে সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে সটান ঢুকে পড়লেন তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। ওই কার্যালয়ে বসে থাকা কর্মীদের কাছে তাঁরা তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদনও জানান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের তালডাংরা ব্লক সভাপতি তারাশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে এদিন বিবড়দা গ্রামে ভোট প্রচার চলছিল। সেই সময় বিবড়দা গ্রামে সিপিএমের কার্যালয় খোলা থাকায় সেখানে ঢুকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান ব্লক সভাপতি সহ তৃণমূল কর্মীরা।

তৃণমূলের ব্লক সভাপতির যুক্তি, উন্নয়নের নিরিখে তৃণমূলের জয় এখন সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু বামেরাও যদি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে হঠানোর লক্ষে তৃণমূলকে ভোট দেয় তা হলে জয়ের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পাবে। আর সেই লক্ষ্যেই সিপিএমের ওই কার্যালয়ে গিয়ে ভোট ভিক্ষা করা হয়েছে। সিপিএম অবশ্য বিষয়টিকে তেমন আমল দিতে নারাজ। সিপিএমের দাবি, 'এদিন তৃণমূলের মিছিলে লোক হয়নি। তাদের এমনই অবস্থা যে একসময় যারা সিপিএমকে আক্রমণ করেছিল, তারাই এখন সৌজন্যতা দেখাতে আমাদের কার্যালয়ে আসছে।' বিজেপি অবশ্য এই বিষয়টিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপির দাবি, এই ঘটনা প্রমাণ করে সিপিএমের তৃণমূল বিরোধিতা আসলে নাটক। তৃণমূল এখন নিজে বাঁচার তাগিদে মুমূর্ষু সিপিএমেক বাঁচাতে চাইছে।

প্রতিপক্ষকে মাঠে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে জবাব: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: শনিবার প্রচারে বেরিয়ে মাঠে ক্রিকেটে চার-ছক্কা হাঁকিয়ে প্রতিপক্ষ কীর্তি আজাদের নাম না করে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বিপরীতে রিটায়ার্ড লোকেরা আছে, আমি রিটায়ার্ড নই। আমি এখনও ভালোই খেলি, যে মাঠে যাই সেই মাঠেই খেলি। প্রতিপক্ষকে মাঠে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে জবাব দেব, ওঁরা তালই খুঁজে পাবেন না কখন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে।'

বর্ধমানের লোকো চারতলা কলোনিতে ব্লিচ মাঠে প্রাতর্ভ্রমণ করে নিজের ভোট প্রচার শুরু করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। শনিবার সকাল সকাল মাঠের খুদে ক্রিকেটারদের সঙ্গে একপ্রস্থ ক্রিকেট খেললেন। মারলেন চার-ছক্কা। তার সঙ্গে জনসংযোগ সারলেন। এরপর পাশে একটি পার্কে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। রেলের পার্ক কিন্তু অপরিষ্কার দেখেই তাঁর ক্ষোভ। রেল কলোনির আবাসিকদের তিনি জিজ্ঞেস করেন পার্ক এত অপরিষ্কার কেন। কিন্তু তাঁরা সদুত্তর দিতে পারে না। এরপর তিনি জানান যে, এই পার্ক রক্ষণাবেক্ষণে যিনি দায়িত্বে রয়েছেন তাঁকে জানিয়ে দেবেন ইমিডিয়েট পরিষ্কার করার ব্যবস্থা যদি না করেন, তা হলে তাঁর চাকরি খেয়ে নিতে পারেন তিনি। এরপরেই তিনি হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে চা-চক্রে যোগ দেন।

সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, বিজেপি নেতা সুনীল গুপ্ত, যুবমোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুধিরঞ্জন সাউ সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন পদ্ম ফুল ও দিলীপ দা লেখা চায়ের কাপ নিয়ে চা-চক্র সারেন দিলীপ ঘোষ। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে জনসংযোগ সারেন। এদিন বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষের ক্ষোভের বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ বাবু বলেন, 'সবাই পার্টির নেতা, সবাই পার্টির কাজ করবেন। সবার ইচ্ছে থাকে, সব ইচ্ছে পূরণ হয় না। সবাই চাইছেন ভোটে দাঁড়াতে, তা সম্ভব নয়। পার্টির তাঁদের অন্য কোনও কাজ দেবে, তাঁরা তা করবেন।'

খাদানের পরিত্যক্ত অংশে কয়লা কাটতে গিয়ে ধসে চাপায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কয়লা খাদানের পরিত্যক্ত অংশে কয়লা কাটতে গিয়ে ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হল স্থানীয় এক ব্যক্তির। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের নর্থ ব্লক কোলিয়ারিতে। এই ঘটনায় সাময়িক ভাবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের বাগুলি এলাকায় নর্থ ব্লক খোলামুখ খনিতে কয়লা উত্তোলনের কাজ করে রাজ্য সরকারের পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড। খোলামুখ সেই খনির একাংশে কয়লা শেষ হয়ে যাওয়ায় ওই অংশ পরিত্যক্ত খাদের আকারে পড়ে রয়েছে। সেখানেই পড়ে থাকা নিম্নমানের কিছু কয়লা সংগ্রহ করতে প্রায় প্রতিদিনই খাদে নামেন স্থানীয়দের একাংশ।

অন্যান্য দিনের মতোই শনিবার সকালে পরিত্যক্ত ওই কয়লা খাদে নেমে পড়ে থাকা কয়লা সংগ্রহ করছিলেন স্থানীয় মালিয়াড়া গ্রামের বছর ৩৬ এর বাসিন্দা কার্তিক বাউরি। আচমকাই কয়লা খনির ওই অংশে মাটির ছাদ ধসে পড়লে মাটিতে চাপা পড়ে যান কার্তিক বাউরি। দ্রুত স্থানীয়রা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। কিন্তু ধসের মাটি সরিয়ে তাঁকে উদ্ধারের আগেই কার্তিক বাউরির মৃত্যু হয়। পুলিশ ও প্রশাসনের নাকের ডগায় কী ভাবে বেআইনি ভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কয়লা কুড়োনোর কাজ করে আসছে স্থানীয়দের একাংশ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, অভাবের তাড়নাতেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কাজ করে আসছেন স্থানীয়রা। পুলিশ ও প্রশাসন বারবার বাধা দিলেও সেই নিষেধ শোনেন না স্থানীয়রা। ফলে মাঝে মধ্যেই ঘটে যাচ্ছে দুর্ঘটনা।

মোদির জনপ্রিয়তায় ভরে ভোটে লড়াইয়ের দাবি বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: শনিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তির সরবেড়িয়া গ্রামের ঘুঘুরবন শ্মশানকালী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন মথুরাপুরের বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইত। এদিন তিনি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে পুজো দিতে আসেন। মন্দির প্রদক্ষিণের পর কালী মূর্তিতে জবার মালা পরিয়ে দেন। পুজোর পর উপস্থিত ভক্তদের সঙ্গে জনসংযোগ সারেন। পরে তিনি বলে, 'এই কেন্দ্রের সমস্যাগুলো তুলে ধরব। পাশাপাশি উন্নয়নের বার্তা দেব।' মোদির জনপ্রিয়তায়কে ভর করে তিনি ভোটে লড়াই করবেন বলে দাবি করেন।

ফুরফুরায় পীর সাহেবের ওফাত দিবস ও ইফতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার ফুরফুরা শরিফে পীর আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকি রহ, এঁর তৃতীয়তম ওফাত দিবস পালিত হল বড়ো হুজুরের দরবারে। পাশাপাশি পীর সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ইফতার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়।

আখলাকে রসুল হযরত পীর সাহেব তিন বছর পূর্বে সেই ১৯ রোমজান ইন্তেকাল করার ফলে ফুরফুরায় একটি মজবুত পিলার ভেঙে যে গিয়েছিল এটি সমাজের বহু বিশিষ্টরা স্বীকার করেছিলেন। অগণিত পীর সাহেবগণও আফসোস করেছিলেন। ঐতিহাসিক ইসালে সওয়াবের আখেরি দোয়া তিনিই করতেন। আত্মপ্রচার বিমুখ পীর সাহেব দাদা ও বড় হুজুরের বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব সামলে নিজে ৭০টির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। সভায় কথাগুলো বলেছেন পীর হযরত আব্দুল্লাহ সিদ্দিকি।

আর বলেন মোজাদ্দেদে যামান পীর হযরত দাদা হুজুরের মূল্যবান দলিল ওশিয়ত ও নসিহত বাস্তবায়নকারী ছিলেন পীরসাহেব হুজুর। তাঁর স্মরণে প্রতিষ্ঠিত ইব্রাশাভস সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে কয়েকশো গরিব মানুষকে শাড়ি, ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছেন পীর কন্যা রুবাবা কোরাইশি। মহিলাদের স্বতন্ত্র শিক্ষা কেন্দ্র মোহাব্বাতুন নেসা ছাড়াও আর কয়েকটি শিক্ষালয় পরিচালনা করছে সংগঠনটি। এদিনের ওফাত দিবসে কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পীরজাদা সওবান সিদ্দিকি ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। পীরজাদা জিয়াউদ্দিন সিদ্দিকি, পীরজাদা সাইফুল্লাহ সিদ্দিকি ও পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকি সহ অনেকেই হাজির ছিলেন। ফুরফুরা শরিফ হেজবুল্লাহ সমাজসেবী সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা এই বিশাল সভায় সহযোগিতা করে। শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও মাদ্রাসার ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল দেখার মতো।

বিক্ষুব্ধ চার পঞ্চায়েত সদস্যকে দলে ফেরাল শাসকদল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কেউ সাতবারের পঞ্চায়েত সদস্য, কেউ আবার একেবারে নবাগত। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলের টিকিট না পেয়ে এঁরা সকলেই অভিমানে দল ছেড়ে নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতেছিলেন। লোকসভা ভোটের মুখে সেই অভিমানীদের ফের ঘরে ফেরাল তৃণমূল। বাঁকুড়ার বড়জোড়ার এই ঘটনায় রীতিমতো রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপির দাবি, ভোটের মুখে বিপাকে পড়েই তাঁদের দলে ফেরাচ্ছে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, ঘরের মেয়ের টানেই তাঁদের দলে ফেরানো হচ্ছে।

শুক্রবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বড়জোড়া এলাকায় প্রচারে যান তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। প্রচারের মাঝেই বড়জোড়া চৌরাস্তা মোড়ে নির্দল চার পঞ্চায়েত সদস্যের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন সুজাতা মণ্ডল সহ তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। এই চার পঞ্চায়েত সদস্য দীর্ঘদিন তৃণমূল করে এলেও, গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেছিলেন।

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গোঁজ প্রার্থী এড়াতে এই ধরনের নির্দলদের আর কোনও দিন দলে ফেরানো হবে না বলে হুইপ দিয়েছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। লোকসভা ভোটের মুখে সেই হুইপ অগ্রাহ্য করে নির্দল হিসাবে নির্বাচিত বিক্ষুব্ধ চার পঞ্চায়েত সদস্যকেই দলে নিল তৃণমূল। তৃণমূল জেলা নেতৃত্বের দাবি, 'ওই চারজন দলের সম্পদ। অভিমান হয়েছিল। অভিমান মিটিয়ে তাঁরা দলে ফিরতে চাইছিলেন। পরবর্তীতে রাজ্যের নির্দেশেই ফের তাঁদের দলে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' সুজাতা মণ্ডলের দাবি, ঘরের মেয়ের পাশে দাঁড়াতেই অভিমানীরাও এখন তৃণমূলের সঙ্গে চলে আসছেন। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের করুণ অবস্থা। তাই নির্দলদেরও ঘরে ফেরাতে বাধ্য হচ্ছে।

শ্রমিকের মৃত্যুতে উত্তেজনা গোপালপুর শিল্পতালুকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনার সৃষ্টি হল কাঁকসার গোপালপুর শিল্পতালুকে। শনিবার সকাল থেকে কারখানা চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়ায় ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছলে পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ও বচসা শুরু হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপির বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই।

কারখানায় শ্রমিকরা জানিয়েছেন, কাঁকসার গোপালপুরের একটি বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার শ্রমিক তথা গোপালপুরের বাসিন্দা সুজয় বিশ্বাসের (২৬) শুক্রবার মধ্যরাতে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয়। কাজ শেষ হওয়ার পর তাঁরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সেই সময় একটি লরি কারখানার মধ্যে সুজয়কে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। কারখানার শ্রমিকরা খবর পেয়ে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পরই একটি ছোট গাড়িতে করে ওই শ্রমিকের দেহ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল কারখানা কর্তৃপক্ষ।

বিষয়টি শ্রমিকরা বুঝতে পাওয়ার পরই কারখানার ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালান শ্রমিকরা। ভাঙচুর করা হয় একটি ছোট গাড়ি ও ঘাতক লরিটিকে। এরপর শনিবার সকাল হতেই ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান অন্যান্য শ্রমিকরা ও পরিবারের সদস্যরা। এদিন সকালে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপির বিধায়ক লক্ষণ গড়ুই। ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং কেন মৃতের দেহ গায়েব করার চেষ্টা করা হচ্ছিল সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুলিশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগ তোলেন বিধায়ক।

এদিন সকালে কারখানার এক আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই ওই অধিকারিককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। ওই আধিকারিককে মারধর শুরু করেন বলেও অভিযোগ। পুলিশ ওই অধিকারিককে উদ্ধার করে। শ্রমিকরা দাবি করেন, যতক্ষণ না মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাবেন।

তৃণমূলকে যাঁরা এনেছেন, তাঁরাই বিদায় করবেন, দাবি দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: তৃণমূলকে যাঁরা এনেছেন, তাঁরাই বিদায় করবেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে এমনটাই দাবি করলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি শনিবার কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে মায়ের কাছে বর্ধমানের শান্তি চেয়েছেন, সকল মানুষের সুখশান্তি প্রার্থনা করেছেন এবং প্রতিপক্ষদের যাতে সৎ বুদ্ধি হয় সেই প্রার্থনা করেন তিনি।

কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারে শনিবার সকালে প্রচার শুরু করেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এদিন সকালে বর্ধমানে প্রচার কর্মসূচি শেষ করে ভাতারে প্রবেশ করতেই বাইক নিয়ে র‍্যালি করে তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। এরপর তিনি এলাকার একটি কালীমন্দিরে পুজো দেন। সেখান থেকে বেরিয়ে ভাতার বাজারে একটি ম্যারেজ হলে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন দিলীপ ঘোষ।

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রাজ্যে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এসে গিয়েছেন, আরও হয়তো আসবে। তবে বুথ কেন্দ্রে কোন কেন্দ্রে কত আধা সেনা জওয়ান থাকবে তা সরকার ঠিক করে না।' গত নির্বাচনে বহু বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ছিলেন না তা সত্ত্বেও বিজেপি ১৮টা সিট পেয়েছে। এবার নির্বাচনে আরও বেশি পরিমাণ সিট তাঁরা পাবেন বলে আশা করছেন।

তিনি বলেন, 'সন্দেশখালি নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই, যা ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং জঘন্য ঘটনা। সন্দেশখালিতে যাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, সেই প্রতিবাদী মুখকেই তাঁরা এবার প্রার্থী করেছেন। সন্দেশখালির মানুষ ভোটের দিন তাঁদের উচিত জবাব দেবেন।'

রাম কার? প্রশ্ন শতাব্দীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: আমি ঘুমাবার আগে সীতারাম লিখে বালিশের নীচে রেখে দিই কোনও হিন্দুকে বিজ্ঞাপন দিয়ে হিন্দুত্ব পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তারপরেই তাঁর স্বভাবতই প্রশ্ন, রাম কার? এই প্রশ্ন দিয়ে নাম না করে বীরভূমের বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের বীরভূম লোকসভার তৃণমূলের প্রার্থী শতাব্দী রায় বিজেপিকে বিঁধলেন বলেই দাবি রাজনাতির কাণ্ডারীদের।

শনিবার সিউড়ি দু'নম্বর ব্লকের কোমা জানুরি পুরন্দরপুরে প্রচারের পাশাপাশি সন্ধ্যায় তিনি হাজির হন চৈতালি মোড়ে হনুমান মন্দিরে সেখানে হনুমানের পূজার পাশাপাশি শিবমন্দিরেও পুজো দেন তারপরে রাম সীতা, লক্ষণের গলায় মালা পরান হনুমান মন্দিরে পুজো এবং রামের গলায় মালা পরানোর প্রসঙ্গ তুলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন রাম কার?

পঞ্চম দোলে মাতল কুলটির মিঠানি গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দোলের পাঁচদিন পর শনিবার ফের নতুন করে রঙের উৎসবে মেতে উঠল কুলটির মিঠানি গ্রামের চট্টরাজ পাড়া। দোল পূর্ণিমার পরে চতুর্থীর চাঁদ যে রাতে ওঠে সেই সময় থেকে শুরু হয় পঞ্চম দোল। শুক্রবার চাচর পোড়ানোর পর শনিবার পঞ্চম দোল হয়ে গেল মিঠানি গ্রামে।

পঞ্চম দোল উৎসবে মূলত গ্রামের চট্টরাজ পরিবারের কুলদেবতা বাসুদেবচন্দ্র জিউয়ের বিশেষ পুজো আর্চার মধ্য দিয়েই শুরু হয়। শতাধিক বছরের বেশি সময় ধরে এই রীতি চলে আসছে মিঠানি গ্রামে। ঠিক পাঁচদিন আগে বাজি ফাটিয়ে, গ্রামের তিন কুলদেবতা লদীনারায়ণ, বাসুদেব ও দামোদর চন্দ্র জিউয়ের পুজোআর্চা করে শুরু হয়েছিল দোল উৎসব। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই গ্রামে শুরু হয়ে গেল ফের একই প্রথায় পুজোআর্চা ও রঙ খেলা।

এই উৎসব উপলক্ষে দোল মন্দির সেজে ওঠে আলোর রোশনাইয়ে। মন্দির থেকে বাসুদেবচন্দ্র জিউর সঙ্গে আরও দুই কুলোদেবতা লদীনারায়ণ জিউ ও দামোদর চন্দ্র জিউকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের অপর প্রান্তে। যেখানে হোম-যজ্ঞের পর হোলিকা দহন করে আতসবাজি ফাটানো হয়। রবিবার সকালে বাসুদেব চন্দ্রকে দোল খেলিয়ে ছেলে মেয়ে যুবক যুবতী গৃহবধূরা মেতে উঠলেন রঙের উৎসবে।

শুধু চট্টরাজ পরিবারে সীমাবদ্ধ না থেকে গত কয়েক বছর ধরেই সর্বজনীন রূপ পেয়েছে পঞ্চম-দোল উৎসব।

দিল্লি জল বোর্ডের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় প্রথম চার্জশিট ইডির

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ: আবগারি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ একাধিক শীর্ষ আপ নেতা জেলবন্দি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নতুন করে দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাস গেহলটকে তলব করেছে ইডি। এর মধ্যেই দিল্লি জল বোর্ড মামলায় আদালতে প্রথম চার্জশিট দাখিল করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট। ওই চার্জশিটে নাম রয়েছে দিল্লি জল বোর্ডের প্রাক্তন প্রধান জগদীশ কুমার আরোরার।

দিল্লি জল বোর্ডের অধীনে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সে সময় এই বোর্ডের প্রধান ছিলেন জগদীশ। অভিযোগ, ঘুষ-বাবদ যে টাকা নেওয়া হয়েছিল, তা আপের নির্বাচনী তহবিলে গিয়েছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই টাকা নয়ছয়ের ব্যাপারটিও ইডি চার্জশিটে উল্লেখ করেছে। জগদীশ ছাড়াও চার্জশিটে আরও তিন জনের নাম রয়েছে। সূত্রের খবর, শনিবার বিশেষ আদালতে ইডি চার্জশিট দিয়ে জানিয়েছে, ঠিকাদার অনিলকুমার আগরওয়াল, এনবিসিসি-র প্রাক্তন কর্তা ডিকে মিত্তল এবং তেজিন্দর সিং ও এনকেজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত।

চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, দরপত্র হাঁকার জন্য কিছু মানদণ্ড পূরণ করার কথা। ঠিকাদার সংস্থাগুলি তা পূরণ না করেও দিব্যি কাজ পেয়েছে। কারণ তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হত। উল্লেখ্য, জল বোর্ডের আর্থিক তছরূপের মামলার তদন্তে নেমে গত জানুয়ারিতে জগদীশ এবং অনিলকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। আপ প্রধান কেজরিওয়ালকেও ওই মামলায় তলব করেছিল ইডি। যদিও হাজিরা দেননি কেজরি।

বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুত্রবধূ

মুম্বই, ৩০ মার্চ: লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের রক্তক্ষরণ অব্যাহত। এবার বিজেপিতে যোগ দিলেন অর্চনা পাটিল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের পুত্রবধূ তিনি। শনিবার মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের হাত থেকে গেরুয়া পতাকা নেন অর্চনা।

লোকসভা নির্বাচনের আগে একের পর এক নেতাকর্মী কংগ্রেস ছেড়ে যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। সেই তালিকায় এবার যোগ হল অর্চনার নাম। তাঁর স্বামী শৈলেশ পাটিল চান্দুরকর মহারাষ্ট্রের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। পেশায় চিকিৎসক অর্চনা বর্তমানে উদগিরের লাইফ কেয়ার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারপার্সন পদে রয়েছেন। শনিবার ফড়নবিশের বাসভবনে গিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি।

যদিও অর্চনার দাবি, তিনি কোনওদিনই কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। বিজেপির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন। শুক্রবার দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। শনিবার গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, 'রাজনীতির ময়দানে নেমে কাজ করতে চাই বলেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে মহিলা সংরক্ষণ আইন এনেছেন, সেটা আমাকে খুব প্রভাবিত করেছে। এই আইনের ফলে মহিলারা সমান অধিকার পাবেন। তৃণমূল স্তরে গিয়ে কাজ করতে চাই।'

অর্চনাকে স্বাগত জানিয়ে ফড়নবিশ বলেন, 'দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন শিবরাজ পাটিল। তাঁর পুত্রবধূকে দলে নিতে পারাটা খুবই স্মরণীয় মুহূর্ত। পাটিল পরিবারের ঐতিহ্য বহন করে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।'

কেজরিওয়ালের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হেমন্ত জায়া কল্পনার

দিলেন যৌথ লড়াইয়ের বার্তা

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ: দুজনের স্বামীই জেলে, দুজনের যন্ত্রণাও এক। সেই সূত্রেই দিল্লির বন্দি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ঝাড়খণ্ডের জেলবন্দি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেন। সাক্ষাতে একে অপরকে আলিঙ্গন করতে দেখা গেল তাঁদের। শনিবার দিল্লিতে সুনিতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর শত্রু শিবিরের বিরুদ্ধে একত্রে লড়ার বার্তা দিলেন কল্পনা।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জেল থেকেই তিনি সামলাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব। অন্যদিকে, জমি দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি হেমন্ত সোরেন। অবশ্য গ্রেপ্তারের আগে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁদের এই গ্রেপ্তারি মোদি সরকারের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে বিরোধীদের তরফে। মুক্তির খোঁজে আইনি পথে লড়াই চলছে ঠিকই, তবে কঠিন এই পরিস্থিতির মাঝে 'পাশে আছি' বার্তা দিয়ে শনিবার দিল্লিতে সুনীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেখা যায় কল্পনা সোরেনকে। তাঁদের সাক্ষাতের সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। এই সাক্ষাতে তাঁদের কথোপকথন প্রকাশ্যে না এলেও, এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একত্রে লড়াইয়ের বার্তা দেন কল্পনা।

তিনি বলেন, 'মাত্র দু'মাস আগে যে ঘটনা হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে ঘটেছে সেই একই ঘটনা ঘটানো হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে। আমার স্বামীর মতো তাঁকেও জেলে পাঠানো হয়েছে। আমি সুনীতা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি এই লড়াই একত্রে লড়ার। আমি এই বিষয়ে কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করব। এবং রবিবার দিল্লিতে মহাজোটের সভাতেই উপস্থিত থাকব।'

পাশাপাশি এক্স হ্যান্ডেলে দুই মহিলার সাক্ষাতের ভিডিও তুলে ধরে দিল্লির মন্ত্রী অতীশী লেখেন, 'দুই সাহসিনীর সাক্ষাতের ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর বিজেপি ভয় পাবে। যারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সেই মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিজের স্বামীদের বিরুদ্ধে এজেন্সির নিষ্ঠুর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখেও তারা ভয় পায়নি। আমি সুনীতা দেবী ও কল্পনা সোরেনকে স্যালুট জানাই তাঁদের এই সাহসিকতার জন্য।'

লোকসভার আগে পরিকল্পনা ছিল আরও ১০ হাজার কোটির বন্ড বিক্রির

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ: লোকসভা ভোটের আগে আরও ১০ হাজার কোটি টাকার ইলেক্টোরাল বন্ড বিক্রির পরিকল্পনা ছিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের। সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করায় সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়। এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্রে।

কেন্দ্রীয় সরকারি সূত্রের দাবি, অর্থ মন্ত্রক লোকসভা ভোটের আগে আরও ১০ হাজার কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড ছাড়ার চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছিল। প্রতিটি বন্ডের দাম ছিল ১ কোটি টাকা করে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাথমিক রায়ের দিন কয়েক আগেই এই ছাড়পত্র দেওয়া হয়। সেই মতো বন্ড ছাপার কাজ শুরুও করে স্টেট ব্যাংক। এর পর সুপ্রিম রায়ের বেশ কয়েকদিন পরে সেই বন্ড ছাপার প্রক্রিয়া বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয় স্টেট ব্যাংককে।

১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। স্টেট ব্যাংককে বন্ড বিক্রি বন্ধ করতে বলা হয়। তার আগেই প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার বন্ড ভাঙানো হয়ে গিয়েছিল। বিক্রি হয়েছিল আরও ৮ হাজার কোটি টাকার বন্ড। এবং প্রত্যাশিতভাবেই সেই বন্ড থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করেছে বিজেপি। ৬৯৮৬.৫ কোটি টাকা পড়েছে গেরুয়া শিবিরের তহবিলে। সুপ্রিম নির্দেশে স্টেট ব্যাংক নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ করার পরই নানাভাবে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলছে বিরোধীরা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বন্ডের মাধ্যমে যেসব অনুদান করা হয়েছে তা বেশ সন্দেহজনক।

মুখতারের শেষকৃত্যে জনসমুদ্র দেখল গাজিপুর

লখনউ, ৩০ মার্চ: প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক মুখতার আনসারির শেষকৃত্যে নজিরবিহীন জনজোয়ার দেখল উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর। বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলে সাজাপ্রাপ্ত মুখতারের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবারের শেষকৃত্যপর্বে অশান্তির সম্ভাবনা এড়াতে গাজিপুর এবং আশপাশের এলাকাগুলিতে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার।

শুক্রবার গভীর রাতে বান্দার রানি দুর্গাবতী হাসপাতাল থেকে মুখ তারের দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গাজিপুরের পৈতৃক ভিটেয়। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ২৪টি ভ্যান এবং অ্যাম্বুল্যান্স-সহ মোট ২৬টি গাড়ি ছিল কনভয়ে। ৪০০ কিলোমিটার যাত্রাপথে প্রয়াগরাজ, ভাদোহী, কৌশাম্বী, বারাণসীর মতো জেলাগুলিতে ছিল পুলিশি নজরদারি। দেহবাহী অ্যাম্বুল্যান্সে ছিলেন মুখতারের দুই পুত্র উমর এবং আব্বাস।

মাউয়ের বিধায়ক আব্বাসও বর্তমানে জেলবন্দি। আদালতের অনুমতি নিয়ে পিতার শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। গাজিপুরের বাড়িতে শুক্রবার গভীর রাতে পরিবারের তরফে মুখতারের দেহ গ্রহণ করেন তাঁর দাদা তথা প্রাক্তন বিধায়ক সিবগাতুল্লা আনসারি এবং তাঁর পুত্র তথা মহম্মদাবাদের সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক সুহেব। মধ্যরাত থেকে ভিড় জমতে শুরু করে আনসারি পরিবারের বাড়ির সামনে। পূর্ব উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি রাজধানী লখনউ, শিল্পশহর কানপুর থেকেও হাজার হাজার অনুগামী শনিবার মুখতারকে শেষ বিদায় জানাতে এসেছিলেন। কিন্তু যোগী সরকারের পুলিশের কড়াকড়ির কারণে তাঁদের অনেকেই পাঁচ বারের বিধায়কের মরদেহের কাছে ঘেঁষতে পারেননি বলে অভিযোগ। প্রশাসনিক নির্দেশের কারণেই দ্রুত সমাহিত করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে পরিবারের একাংশের তরফে। গাজিপুরের অদূরে মহম্মদাবাদের কলিবাগে পারিবারিক গোরস্থানে দেহ নিয়ে যাওয়ার সময়ও জনসমাগম ঘটে নেতার শেষযাত্রায়।

১ এপ্রিল থেকে দাম বাড়ছে জরুরি ওষুধের

নয়াদিল্লি, ৩০ মার্চ: জরুরি ওষুধের দাম বাড়ছে। আগামী ১ এপ্রিল থেকেই বেশ কিছু অতি প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক, পেইনকিলার-সহ প্রায় ৮০০টি ওষুধের দাম বাড়তে চলেছে। এমনই জানাল জাতীয় ওষুধ মূল্য নির্ধারণকারী সংস্থা ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথোরিটি (এনপিপিএ)। পাইকারি মূল্যসূচকের বিচার করে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা প্রতিবছরই এই দাম বাড়ায়।

দিনকয়েক আগেই ফার্মা সংস্থাগুলি শাসকদল বিজেপির নির্বাচনী বন্ডে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা দিয়েছে বলে জানা যায়। রাজনৈতিক মহলের দাবি, সেই বিপুল টাকা তুলতে ওষুধের দাম বাড়ানোর সুযোগ যে করে দেওয়া হবে তা বলাই বাহুল্য। এনপিপিএ জানিয়েছে, জরুরি ওষুধের তালিকায় থাকা ওষুধের দাম ০.০০৫৫ শতাংশ বাড়ছে। প্যারাসিটামল, অ্যাজিথ্রোমাইসিন -সহ বেশ কিছু স্টেরয়েড, ভিটামিন, মিনারেল জাতীয় ওষুধের দাম বাড়ছে।

এবার নেদারল্যান্ডের পানশালায় দুষ্কৃতী হামলা, পণবন্দি বহু, উদ্বেগে ডাচ প্রশাসন

আমস্টারডাম, ৩০ মার্চ: নেদারল্যান্ডের একটি পানশালায় দুষ্কৃতী হামলা। ভিতরে থাকা জনতাকে পণবন্দি দুষ্কৃতীদের। ঠিক কোন দাবিতে পাণশালায় হামলা চালিয়ে সাধারণ মানুষকে পণবন্দি করা হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। খ বর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডাচ পুলিশ। বিপদ এড়াতে পানশালা সংলগ্ন এলাকা খালি করে দিয়েছে প্রশাসন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তিনজন বন্দিকে মুক্ত করেছে দুষ্কৃতী।

কদিন আগেই রাশিয়ায় একটি প্রেক্ষাগৃহে কনসার্ট চলাকালীন ভিতরে ঢুকে পড়েছিল অস্ত্রধারী দুষ্কৃতীরা। তারা স্বয়ংক্রিয় বন্দুক থেকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে প্রায় দেড়শো সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। এর মধ্যে শনিবার নেদারল্যান্ডের এডে শহরে পানশালায় পণবন্দির ঘটনা আতঙ্ক ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, ফের জঙ্গি হামলা ইউরোপে? স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, পেটিকোট নামের ওই বারে মুখোশ পরে ঢোকে অস্ত্রধারী এক ব্যক্তি। তার হাতেই পণবন্দি ভিতরে থাকা লোকজন।

পুলিশের বক্তব্য, সব রকম পরিস্থিরি জন্য তৈরি তারা। তবে এখ নও পর্যন্ত এই হামলা বা পণবন্দির কারণ স্পষ্ট নয়। তবে এই ঘটনা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বলেই দাবি করছেন পুলিশ আধিকারিকরা। তথাপি বিপদ এড়াতে এলাকা ফাঁকা করা হয়েছে। প্রায় দেড়শোর বাড়ি খালি করা হয়েছে। অন্যদিকে এডে শহরের রেল পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত হতাহতের খবর মেলেনি। পরিস্থিতির নজর রাখছে ডাচ সরকার।

রাশিয়ার এক নম্বর ওষুধ সরবরাহকারী দেশ হয়ে উঠল ভারত, রপ্তানি বেড়েছে ৩ শতাংশ

মস্কো, ৩০ মার্চ: রাশিয়ার এক নম্বর ওষুধ সরবরাহকারী দেশ হয়ে উঠল ভারত। রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম এই তথ্য জানিয়েছে। এর আগে ২০২১ ও ২০২২ সালে রাশিয়াকে ওষুধ সরবরাহের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে ছিল জার্মানি। কিন্তু গত বছর সেই সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া হয় ২০ শতাংশ। ২০২৩ সালে রাশিয়ায় সব থেকে বেশি ওষুধ রপ্তানি করেছে ভারত। ভারতের রপ্তানি বেড়েছে ৩ শতাংশ।

কেবল জার্মানিই নয়, রাশিয়াকে এতদিন ওষুধ সরবরাহের ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল পশ্চিমের অন্য দেশগুলিও। কিন্তু সবাইকে পিছনে ফেলে ভারতই এখন শীর্ষে। ২০২৩ সালে ভারত ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ প্যাকেট ওষুধ পাঠিয়েছে 'বন্ধু' রাশিয়ায়। সেখানে জার্মানি

পাঠিয়েছে ২৩ কোটি ৮৭ লক্ষ প্যাকেট।

মোদি সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ভারত এখন উৎপাদনের নিরিখে বিশ্বের তৃতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা। ২০২৩ সালে মুম্বইয়ের অক্সফোর্ড ল্যাবরেটরি রাতারাতি রাশিয়ায় তাদের ওষুধ সরবরাহ বাড়ায় ৬৭ শতাংশ। সব মিলিয়ে ৪৮ লক্ষ ওষুধের বাক্স রাশিয়ায় পাঠিয়েছে ওই সংস্থা। এভাবেই অন্যান্য ভারতীয় সংস্থাগুলিও রাশিয়ায় তাদের ওষুধ সরবরাহ বৃদ্ধি করেছে।

এদিকে জার্মানি পিছিয়ে পড়লেও সব পশ্চিমি সংস্থা যে রাশিয়ায় ওষুধ সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে তা নয়। ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, ইজরায়েল এখনও রাশিয়ায় ওষুধ সরবরাহকারী দেশের তালিকায় শীর্ষস্থানেই রয়েছে। গত বছর ফ্রান্সের সরবরাহ বেড়েছে ৭.৬ শতাংশ। একই ভাবে হাঙ্গেরি ও ইজরায়েলের ক্ষেত্রেও তা বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১১.৬ শতংশ ও ১১ শতাংশ।

আমেরিকা পাকিস্তানের পাশেই আছে, পাক প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি বাইডেনের

ওয়াশিংটন, ৩০ মার্চ: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে চিঠি লিখলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। জানিয়ে দিলেন, পাক সরকারের পাশে রয়েছে হোয়াইট হাউস। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার যোগাযোগ ছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরে বাইডেন কখনও পাক প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেননি। ২০২২ সালে ইমরানকে সরিয়ে শাহবাজ শরিফ প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু সেই সময় বাইডেন তাঁকে ফোন করেননি। তাই এতদিন পরে তাঁর এই চিঠিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বাইডেনের লেখা চিঠিতে পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ককে বিশ্ব ও স্থানীয়, উভয় ক্ষেত্রেই নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমেরিকা পাকিস্তানের পাশেই আছে।

পাকিস্তানের প্রশাসনে 'নাক গলায়' আমেরিকা, এই অভিযোগ আগে তুলেছিলেন ইমরান। এই মামলা সাইফার মামলা হিসেবে কুখ্যাত। কী এই সাইফার মামলা? প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পিছনে আমেরিকার ষড়যন্ত্র রয়েছে, এই অভিযোগ ছিল ইমরানের। আর সেই অভিযোগের প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি একটি নথি প্রকাশ্যে আনেন। জনসভায় তা প্রদর্শনও করেন। সেই নিয়েই ইমরানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। যদিও ইমরানের দাবি, তিনি যা দেখিয়েছিলেন তা সাইফার অর্থাৎ গোপন খবরের সাংকেতিক রূপ নয়। সেই সাইফার বিতর্কের আবহেই এবার বাইডেনের চিঠি পাকিস্তানকে।

জলদস্যুদের হাত থেকে অপহৃত নৌকো-সহ ২৩ জনকে উদ্ধার ভারতীয় নৌসেনার

তেহরান, ৩০ মার্চ: প্রায় ১২ ঘণ্টার অভিযান শেষে সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে ইরানের পতাকাবাহী মাছ ধরার নৌকো 'আল-কাম্বার ৭৮৬'কে উদ্ধার করল ভারতীয় নৌসেনা। শুক্রবার আরব সাগরে এই অভিযানে নৌকোটির ২৩ জন পাকিস্তানি কর্মীকেও উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে নৌসেনার পক্ষে।

নৌসেনার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে আরব সাগরের সোকোত্রা লেট থেকে ৯০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই নৌকোটি অপহরণ করার উদ্দেশ্যে তাতে উঠে পড়েন ন'জন সশস্ত্র জলদস্যু। অপহরণের খবর পেয়ে নৌসেনার টহলদারি জাহাজ 'আইএনএস সুমেধা' শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কিছু ক্ষণ পরেই সেখানে পৌঁছয় যুদ্ধাজাহাজ 'আইএনএস ত্রিশূল'। প্রায় ১২ ঘণ্টার অভিযানের পর তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়। ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, জাহাজের ২৩ জন পাকিস্তানি কর্মীকেও উদ্ধার করা হয়েছে। নৌকোটিকে ভালো করে পরীক্ষানিরীক্ষার পর সেটিকে নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এসে তার স্বাভাবিক কাজে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

আরব সাগরে বিগত কয়েক মাস ধরেই বিভিন্ন জাহাজ এবং নৌকোকে সোমালি জলদস্যুদের হামলার কবলে পড়তে হয়েছে। হাউথি বিদ্রোহী এবং সোমালি জলদস্যুদের হামলায় সমুদ্রবাণিজ্য ক্রমাগত ব্যহত হচ্ছে।

গত ১৭ মার্চ প্রায় ৪০ ঘণ্টা ধরে অভিযান চালিয়ে সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে মাল্টার পণ্যবাহী জাহাজকে উদ্ধার করে ভারতীয় নৌসেনা। জাহাজের দখল নেওয়া ৩৫ জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার করা হয় জাহাজের ১৭ কর্মীকেও। এর আগে, এডেন উপসাগরে জলদস্যুদের কবলে পড়া একটি জাহাজকে উদ্ধার করতে গিয়ে ইয়েমেনের হাউথি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হামলার মুখে পড়তে হয় ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজকে। তা উপেক্ষা করেই লাইবেরিয়ার একটি বাণিজ্যে জাহাজকে ২৮ জন নাবিক-সহ উদ্ধার করা হয়। গত জানুয়ারি মাসে আরব সাগরে সোমালিয়ার জলদস্যুদের কবলে পড়েছিল ইরানের পতাকাবাহী মাছধরার একটি নৌকো। অভিযান চালিয়ে নৌকোটিকে উদ্ধার করার পাশাপাশি সেটিতে থাকা ১৯ জন পাকিস্তানিকে উদ্ধার করে ভারতের নৌসেনা।

ডি'ককের অর্ধশতরান, ৪৩ রান ক্রুণালের, ঘরের মাঠে পঞ্জাবকে ২০০ রানের লক্ষ্য দিল লখনউ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি মরসুমে নিজের প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমেই অর্ধশতরান করলেন কুইন্টন ডি'কক। ৪২ রানের ইনিংস খেললেন এই ম্যাচে লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়কের দায়িত্ব সামলানো নিকোলাস পুরান। শেষ দিকে ঝোড়ো ৪৩ রান ক্রুণাল পাণ্ড্যের। এ বারের আইপিএলে প্রথম বার ঘরের মাঠে খেলতে নেমে ভাল ব্যাট করল লখনউ সুপার জায়ান্টস। পঞ্জাব কিংসের সামনে ২০০ রানের লক্ষ্য দিল তারা।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন পুরান। চোট সারিয়ে ফেরা লোকেশ রাহুলকে এই ম্যাচে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলিয়েছে লখনউ। সেই কারণে অধিনায়ক পুরান। ওপেন করতে নেমে ডি'ককের সঙ্গে শুরুটা ভাল করেন রাহুল। প্রথম ম্যাচ না খেললেও এই ম্যাচে শুরু থেকে বড় শট খেলছিলেন ডি'কক। রাহুল অবশ্য বেশি রান করতে পারেননি। ১৫ রান করে আরশদীপ সিংহের বলে আউট হন তিনি। তিন নম্বরে নামা দেবদত্ত পড়িক্কল রান না পেলেও মার্কাস স্টোইনিস ও পুরানের সঙ্গে জুটি বাঁধেন ডি'কক। স্টোইনিস করেন ১৯ রান। পুরান ফর্মে ছিলেন। অবলীলায় বড় শট খেলছিলেন। দুই বাঁ হাতি ব্যাটার মিলে দলের রান তোলার গতি বাড়িয়ে দেন। ৩৮ বলে ৫৪ রান করে আরশদীপের বলেই আউট হন ডি'কক। ২১ বলে ৪২ রান করে বোল্ড হন পুরান।

দুই ব্যাটার আউট হওয়ার পরে দলের রানকে ২০০ পার করার দায়িত্ব নেন ক্রুণাল পাণ্ড্য। সাত নম্বরে নেমে ঝোড়ো ব্যাট করেন তিনি। অপর প্রান্তে একের পর এক উইকেট পড়লেও তিনি রান তোলার গতি কমাননি। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৯৯ রান করে লখনউ। ক্রুণাল ২২ বলে ৪৩ রান করে অপরাজিত থাকেন।

স্টার্কের ৪৮ বলে কেকেআরের খসল ৩ কোটির বেশি

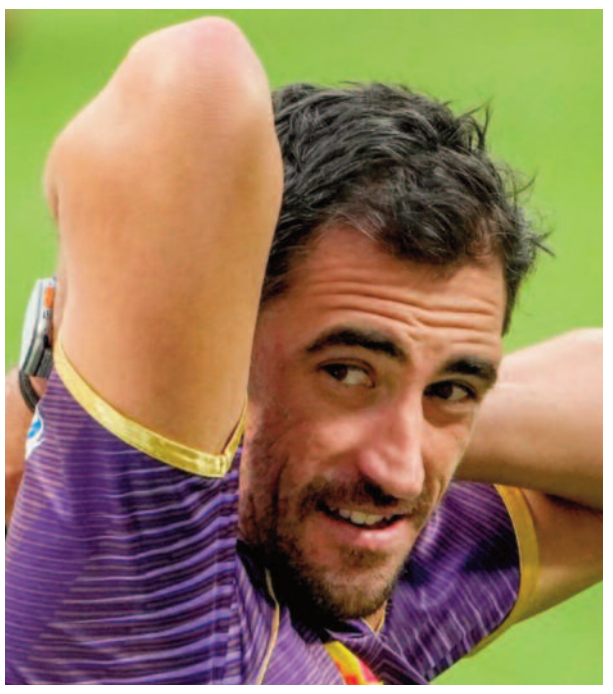

নিজস্ব প্রতিনিধি: দু'ম্যাচ। আট ওভার। ৪৮টি বল। খরচ হয়ে গেল ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৩৬ টাকা। বদলে একটি উইকেটও এল না। ১০০ রান যদিও দিয়ে দিয়েছেন ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার মিচেল স্টার্ক।

নিলামে চমকে দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। স্টার্কের জন্য খরচ করেছিল ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। আইপিএলের ইতিহাসে এত টাকা দিয়ে কখনও কোনও ক্রিকেটারকে কেনা হয়নি। এক দিনের বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারকে নেওয়ার জন্য এত বড় অঙ্ক খরচ করা ভুল হল কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। কেকেআর খুশি ছিল দলে স্টার্কের মতো এক জন পেসারকে পেয়ে। কিন্তু প্রথম দু'ম্যাচের পর কলকাতার কর্তারাও হয়তো ভাববেন আদৌ ওই টাকা খরচ করা উচিত হয়েছে কি না।

নিলামে স্টার্ককে নেওয়ার জন্য প্রথম দিকে দিল্লি এবং মুম্বইয়ের লড়াইয়ের পর গুজরাত এবং কলকাতা যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত শাহরুখ খানের দলে নিয়ে নেয় স্টার্ককে। যদি আইপিএলে প্রতিটি ম্যাচে চার ওভার করেই বল করেন স্টার্ক, তা হলে বল পিছু ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬০৭ টাকা করে পাবেন তিনি। আইপিএলে এখনও পর্যন্ত দু'টি ম্যাচে চার ওভার করে বল করেছেন স্টার্ক। অর্থাৎ ৪৮টি বল করেছেন তিনি। রান দিয়েছেন ১০০। উইকেট একটিও পাননি। স্টার্কের মতো বোলারকে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটারেরাও বাউন্ডারির বাইরে ফেলেছেন। যা অবাক করে দিয়েছে সকলকে।

এমন যে হতে পারে সেই আশঙ্কা নিলামের পরেই করেছিলেন সুনীল গাওস্কর। তিনি বলেছিলেন, তখোলাখুলিই বলছি, প্রয়োজনের বেশি খরচ করা হয়েছে। আমার মনে হয় না কেউ এত টাকা পাওয়ার যোগ্য। কেকেআর যদি ১৪টার মধ্যে চারটে ম্যাচ জেতে, তা হলে স্টার্কের জন্য এত টাকা খরচ করার অর্থ কী? ও যদি প্রতিটা ম্যাচেই দারুণ কিছু করতে পারে, তা হলে একটা যুক্তি থাকতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, "অন্তত চারটি ম্যাচে কি স্টার্ক ম্যাচ জেতানোর মতো বল করতে পারবে? বিশেষ করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস বা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের মতো দলগুলোর বিরুদ্ধে। এই তিনটে দলের ব্যাটিং লাইন আপ সব থেকে ভাল। এই দলগুলোর বিরুদ্ধে বল হাতে ম্যাচ জেতাতে পারলে এত টাকা খরচের একটা অর্থ হবে।" গাওস্করের বক্তব্য, ক্রিকেট দলগত খেলা। এক জনের উপর নির্ভর করে জেতা যায় না। তা হলে কেন এক জনের জন্য বিপুল টাকা খরচ করা হবে। এই ধরনের খরচ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন।

একই মত বাংলার এক প্রাক্তন পেসারের। তিনি বললেন, তযে অর্থ দিয়ে স্টার্ককে কেনা হয়েছে, সেই টাকায় অন্তত দু'তিন জন ভারতীয় পেসারকে কিনতে পারত কেকেআর। তাতে এক জন ব্যর্থ হলে অন্য জনকে খেলাতে পারত। এখন তো স্টার্ককে বসাতেও পারবে না, আর বসালেও নতুন কাউকে পাবে না। আমি মনে করি না নিলামে এত টাকা দিয়ে স্টার্ককে কেনার কোনও যুক্তি ছিল বলে।দ

বিরাট টাকা নিয়ে আইপিএলে খেলতে আসার ফলে কি স্টার্কের উপর বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে? বাংলার ওই প্রাক্তন পেসার বললেন, তটাকার কোনও চাপ আছে বলে আমার মনে হয় না। স্টার্ক তো আর বলেনি ওকে কত টাকা দিতে হবে। কোনও দল যদি কেনে তাতে ওর কিছু করার নেই। তাই টাকার চাপ ওর উপর আছে বলে মনে হয় না।দ তা হলে উইকেট কেন পাচ্ছেন না স্টার্ক? নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক বাংলার ওই প্রাক্তন পেসার বললেন, তস্টার্ক খারাপ বল করছে এমন নয়। কিন্তু ও এখন সকলের কাছেই পরিচিত। তাই খেলতে অসুবিধা হচ্ছে না। ব্যাটারদের কৃতিত্ব দিতে হবে রান করার ক্ষেত্রে। স্টার্ককে খেলার জন্য তৈরি হয়েই মাঠে নামছে তারা। ফলে সুবিধা করতে পারছে না ও। আশা করি আগামী দিনে স্টার্কও নতুন অস্ত্র নিয়ে নামবে। উইকেট পাবে।দ

আইপিএলে স্টার্ককে ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়ে নেওয়ার পর কটাক্ষ করেছিলেন হরভজন সিংহও। ভারতের প্রাক্তন স্পিনার একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন। সেখানে স্টার্কের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছিল, তভারতে এসে দু'মাস আইপিএল খেলে স্রেফ ২৫-৩০ কোটি কামাও। কোনও কাজবাজ নেই। শুধু বিজ্ঞাপনে এসে হিন্দিতে ডায়লগ বলো। সমাজমাধ্যমে দলের জন্য রিল্ বানাও। এ ছাড়া অল্পস্বল্প জোরে বোলিং করো।দ হরভজন সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে লিখেছিলেন, তস্রেফ হাসির জন্য।দ

কেকেআর পর পর দু'টি ম্যাচ জিতলেও স্টার্কের বোলিং অবশ্যই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে কেকেআরের প্রথম ম্যাচে স্টার্ক ৪ ওভারে দিয়েছিলেন ৫৪ রান। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে শুক্রবার তিনি দিয়েছেন ৪৬ রান। সেই ম্যাচেও কোনও উইকেট পাননি। ব্যাটারদের দাপটে কেকেআর ম্যাচ জিতে নিচ্ছে। তাই স্টার্কের ব্যর্থতা ঢেকে যাচ্ছে। কোনও দিন বোলারদের ম্যাচ জেতাতে হলে স্টার্কের এই চার ওভারে ৫০ রান দিয়ে দেওয়াটাই চিন্তার কারণ হয়ে যাবে।

কোহলি-গম্ভীরের বিরল মুহূর্ত, অস্কার দিতে বললেন গাভাস্কার

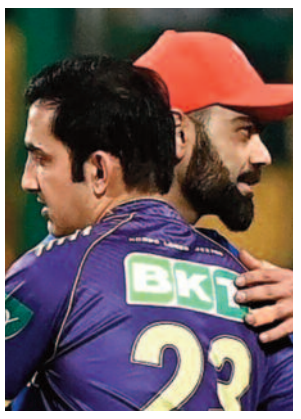

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলি ও গৌতম গম্ভীরের দ্বন্দ্বের কথা কারও অজানা নয়। আইপিএলে একাধিকবার বিরোধে জড়াতে দেখা গেছে দুজনকে। এমনকি ঝামেলায় জড়িয়ে দুজনকে শতভাগ ম্যাচ ফি জরিমানাও দিতে হয়েছিল। তবে গতকাল রাতে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচে ভিন্ন এক চিত্রই দেখা গেল। ঘটনাটি ঘটেছে ম্যাচের 'টাইম আউট',এর সময়।

সে সময় ব্যাট হাতে বেঙ্গালুরুকে টেনে নিচ্ছিলেন কোহলি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রজত পাতিদার। বিরতিতে সুযোগ পেয়ে মাঠে নেমে আসেন কলকাতার 'মেন্টর' গম্ভীর। সাবেক ভারতীয় ওপেনারকে এগিয়ে আসতে দেখে কোহলিও হাত বাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যান। এরপর দুজন হাত মিলিয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন। এ সময় দুজনকে কিছু সময় হাসিমুখে কথা বলতেও দেখা যায়।

বারবার দ্বন্দ্বে জড়ানো কোহলি-গম্ভীরের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আইপিএল অ্যাকাউন্ট থেকেই দুজনের এই ভিডিও পোস্ট করা হয়। ক্যাপশনে একটা হাসির ইমোজি দিয়ে লেখা হয়েছে, 'যে বিষয়টি আমরা দেখতে ভালোবাসি।'

কোহলি-গম্ভীরের আন্তরিকতা দেখে বিষয়টি নিয়ে মজা করেছেন কিংবদন্তি ভারতীয় ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সুনীল গাভাস্কারও। ধারাভাষ্যকক্ষে শুরুটা অবশ্য করেন আরেক সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী। তিনি মজা করে গম্ভীর ও কোহলিকে 'ফেয়ার-প্লে' পুরস্কার দেওয়ার কথা বলেন। এ কথা শুনে গাভাস্কার বলেন, 'শুধু ফেয়ারপ্লে পুরস্কার না, দুজনকে অস্কার দেওয়া উচিত।'

আইপিএলের নিজস্ব ফেসবুক পেজে আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত এই ভিডিও দেখা হয়েছে প্রায় ১৭ লাখ বারের বেশি। এক হাজারের বেশি মন্তব্যও এসেছে। মন্তব্যের ঘরে অসংখ্য নেটিজেন এটি 'সেরা মুহূর্ত' বলে মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ আবারও এমন দৃশ্যের অবতারণা দেখতে চাওয়ার কথাও জানান।

কোহলি-গম্ভীরের এমন শান্তির বার্তা ছড়ানো ম্যাচে অবশ্য শেষ হাসিটা গম্ভীরই হেসেছেন। কোহলির ৫৯ বলে ৮৩ রানের অপরাজিত ইনিংসকে প্লান করে ১৯ বল ও ৭ উইকেট হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নিয়েছে কলকাতা।

আইপিএলের মাঝেই বেছে নেওয়া হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল শেষ হলেই শুরু হয়ে যাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেই দলে কারা সুযোগ পাবেন তা নিয়ে জল্পনা চলছে। এর মাঝেই জানা গেল, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ভারতের দল ঘোষণা হতে পারে। আইসিসি-র কাছে দল পাঠানোর শেষ তারিখ ১ মে। তার আগেই ঘোষণা করা হবে দল। তবে ২৫ মে পর্যন্ত দলে বদল করা যাবে।

বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, তএপ্রিলের শেষ সপ্তাহের কোনও একটা সময় ভারতের দল নির্বাচন হবে। আইপিএলের প্রথমার্ধ তখন শেষ হয়ে যাবে। যারা দলে ঢোকার দৌড়ে রয়েছে তাদের ফর্ম এবং ফিটনেস সম্পর্কে একটা আন্দাজ পেয়ে যাবেন জাতীয় নির্বাচকেরা। ওই কর্তার সংযোজন, ত১৯ মে আইপিএলের লিগ পর্ব শেষ হওয়ার পরে বেশ কিছু ক্রিকেটার নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে রওনা দেবে। যাদের দল প্রথম চারে শেষ করতে পারবে না তারা আগে আমেরিকায় যাবে। গত বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও সেটাই হয়েছিল। বিশ্বকাপের দলে সম্ভাব্য হিসাবে যারা রয়েছেন, তাঁদের কি কোনও নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড। ওই সূত্রের দাবি, যদি কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা এবং সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের কেউ চোট পায়, তা হলে তাঁকে এনসিএ-তে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। তবে ক্রিকেটারেরা কতগুলি ম্যাচ খেলবে তা নিয়ে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার বোর্ডের নেই।

ভেঙ্কটেশ মারলেন ১০৬ মিটার, আইপিএলে সবচেয়ে বড় ছক্কা কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে গতকাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের প্রথম ছক্কা কি মনে আছে? নবম ওভারে বেঙ্গালুরুর বাঁহাতি স্পিনার মায়াঙ্ক দাগারের বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে লং অন দিয়ে বিশাল ছক্কা মারেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই ব্যাটসম্যান। আইপিএলের এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বড় ছক্কা;১০৬ মিটার দূরত্ব পার করেন ভেঙ্কটেশ।

বুধবার আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ১০৩ মিটার দূরত্বের ছক্কা মেরেছিলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ইশান কিষান। তাঁর সেই ছক্কাকে পেছনে ফেলে এবার আইপিএলে সবচেয়ে ছক্কা মারার তালিকায় শীর্ষে উঠলেন ভেঙ্কটেশ।

আইপিএলে পৃথিবীর সেরা সব হার্ডহিটার ব্যাটসম্যানরা খেলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই টুর্নামেন্টে ছক্কাবৃষ্টি এবং বড় বড় সব ছক্কাই প্রত্যাশিত। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এবারসহ আইপিএলের মোট ১৭ সংস্করণের মধ্যে গত বছর আইপিএলে ছক্কা হয়েছে সবচেয়ে বেশি;১১২৪টি!

বেঙ্গালুরুর দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান ফাফ ডু প্লেসি ২০২৩ সালের সংস্করণে ১১৫ মিটার দূরত্বের ছক্কাও মেরেছেন। আর আইপিএলের এক মৌসুমে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৩৬ ছক্কা মারার রেকর্ডও গত বছরই গড়েন ডু প্লেসি।

আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ছক্কাটি কে মেরেছেন? সে জন্য ফিরে তাকাতে হবে ২০০৮ আইপিএলের প্রথম মৌসুমে। সেবার চেন্নাই সুপার কিংসের প্রোটিয়া অলরাউন্ডার অ্যালবি মরকেল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ১২৪ মিটার দূরত্বের ছক্কা মেরেছিলেন। মজার ব্যাপার, সে মৌসুমেই রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে একই দূরত্বের ছক্কা মারেন বেঙ্গালুরুর পেসার প্রাভিন কুমার ! আইপিএল ইতিহাসে মরকেল ও প্রাভিনের সেই ছক্কা দুটিই সবচেয়ে বড়। আইপিএলে মাত্র শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত হয়েছে মাত্র ১০ ম্যাচ। নিশ্চিতভাবেই সামনে ছক্কার নতুন নতুন কীর্তি আরও দেখা যাবে।

কিছু জেতেনি কিন্তু মনে করে সবই জিতেছে

কোহলির আরসিবির উদ্দেশে গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: গৌতম গম্ভীর ও বিরাট কোহলির সম্পর্কের বৈরিতা ভারতের ক্রিকেটে বহুল আলোচিত বিষয়। যদিও গতকাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচে বৈরিতার রেশ ছিল না।

বরং ম্যাচের 'টাইম আউট'-এর সময়ে কোহলি-গম্ভীর হাত মিলিয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করেন। এ সময় দুজনকে কিছু সময় হাসিমুখে কথা বলতেও দেখা যায়। যদিও এই দৃশ্যটি দুজনের সম্পর্কের নিখুঁত ছবি নয়! স্টার স্পোর্টস প্রকাশিত এক ভিডিওতে গম্ভীর যা বলেছেন তাতে স্পষ্ট, শুধু কোহলিতেই নয়, গম্ভীরের 'সমস্যা' পুরো আরসিবিকে নিয়েই!

কলকাতা-বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়েই কোহলি-গম্ভীরের প্রথম বৈরিতার শুরু হয়েছিল। ২০১৩ আইপিএলে প্রথমবার বিবাদে জড়িয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের গম্ভীর ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোহলি। দুজনই তখন নিজ নিজ দলের অধিনায়ক।

এরপর গত মৌসুমে কোহলি-গম্ভীর আবার দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিলেন। সেবার গম্ভীর ছিলেন লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের পরামর্শক। এবার গম্ভীর কলকাতার পরামর্শক। যে কলকাতাকে তিনি দুবার অধিনায়ক হিসেবে শিরোপা জিতিয়েছেন।

স্টার স্পোর্টসে প্রকাশিত ভিডিওতে গম্ভীর বলেছেন, 'একটা দলকে আমি সব সময় হারাতে চাইতাম, সম্ভবত সেটা আমার স্বপ্নেও, সেই দলটা আরসিবি।' কেন এই প্রশ্নে উঠে আসে আরসিবির মনোভাবের প্রশ্ন, যা পছন্দ ছিল না গম্ভীরের, 'আমি চাইতাম (হারাতে)। স্কোয়াডে ক্রিস গেইল, বিরাট কোহলি, এবি ডি ভিলিয়ার্স;সবাই আছেন। সম্ভবত তারা টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বড় নামের দল, বর্ণাঢ্য। তবে তারা কিছুই জিততে পারেনি, তবে মনে করে সবই জিতেছে। এই মনোভাব আমি নিতে পারি না।'

এরপর বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে তাদের সেরা তিন জয়ের কথা মনে করিয়ে দেন গম্ভীর, 'কেকেআরের সেরা তিনটি জয়ই আরসিবির বিপক্ষে। আইপিএলের প্রথম ম্যাচ, ব্রেন্ডন ম্যাককালামের সেই দুর্দান্ত ইনিংস। ৪৯ রানে অলআউট, ৬ ওভারে ১০০ রান, সম্ভবত ওই একবারই প্রথম ৬ ওভারে আইপিএলে ১০০ রান উঠেছে। আমরা সব সময়ই জানতাম, তারা খুবই শক্তিশালী দল। সম্ভবত সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ইউনিট।'

এই দুই দলের প্রথম লড়াইয়ে অবশ্য জিতেছে কলকাতাই। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বেঙ্গালুরুকে তারা হারিয়েছে ৭ উইকেটে। এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই জয় পেয়েছে কলকাতা। বেঙ্গালুরু ৩ ম্যাচ খেলে জিতেছে ১টিতে।

শেষ সেশনে ২ উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কার রান দিন শেষে ৩১৪

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীলঙ্কা ১ম ইনিংস ৩১৪/৪ (প্রথম দিন শেষে)

জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে টেস্ট ম্যাচে টস জিতলে অধিনায়কের সিদ্ধান্তটা একেবারেই সহজ। চোখ বুজে ব্যাটিং। এই মাঠে টস জিতে কোনো অধিনায়কের ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়াই বিরল। কারণটাও খুব সরল। চট্টগ্রামের উইকেট সব সময়ই ব্যাটিংবান্ধব। তা ব্যাটিং উইকেটে যেকোনো দলই আগে ব্যাটিং করে বড় রান করতে চাইবে। তাতে আরেকটা সুবিধাও পাওয়া যায়। পরে উইকেট যদি একটু ভাঙে, তাতে চতুর্থ ইনিংসে চাপে ফেলা যাবে প্রতিপক্ষকে। যে কারণে এই মাঠে এর আগের ২৩টি টেস্টে টস জেতার পর মাত্র তিনবারই কোনো অধিনায়ক ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সর্বশেষ সেই ২০১১ সালে, যখন পাকিস্তানের অধিনায়ক মিসবাহ, উল হক টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন।

সকালে টসে জেতার পর শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে দুবার ভাবেননি। যে কারণে এই সিদ্ধান্ত, তা মোটামুটি সফলও বলা যায়। যদিও দিনটা আরও ভালো হতে পারত ভেবে আক্ষেপ থাকতেই পারে ধনঞ্জয়ার। তিন লঙ্কান ব্যাটসম্যান নিশান মাদুষ্কা, দিমুথ করুনারত্নে ও কুশল মেন্ডিস হাফ সেঞ্চুরি করে আউট হয়েছেন। করুনারত্নে ও মেন্ডিস তো সেঞ্চুরির খুব কাছে গিয়ে। টেস্ট অভিষেকে ২ উইকেট নেওয়া হাসান মাহমুদ ছিলেন বাংলাদেশের দিনের সেরা বোলার। শ্রীলঙ্কা দিন শেষ করেছে ৪ উইকেটে ৩১৪ রানে। ক্রিজে আছেন দিনেশ চান্ডিমাল (৩৪) ও ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা (১৫)।

তবে আক্ষেপ করতে পারে বাংলাদেশও। ৪ উইকেট তুলে নেওয়া গেছে, কিন্তু দিনটা তো আরও ভালো হতে পারত। তা হয়নি দিনের প্রথম সেশনে তিনটি সুযোগ হাতছাড়া করায়। দুই লঙ্কান ওপেনার করুনারত্ন ও মাদুষ্কার দুটি ক্যাচ পড়েছে, ছিল রানআউটের সুযোগও। যে কারণে ভালো বোলিং করেও প্রথম সেশনে উইকেটশূন্যই থেকে যেতে হয়েছে বাংলাদেশের বোলারদের। টেস্ট ক্রিকেটে নিজের প্রথম ওভার থেকেই দারুণ বোলিং করা হাসানের তৃতীয় ওভারে (ইনিংসের ষষ্ঠ) দ্বিতীয় স্লিপে ম্যাচ তোলেন মাদুষ্কা। কিন্তু মাহমুদুল হাসান সহজ সেই ক্যাচ ফেলে দেন। তখন ৯ রানে থাকা মাদুষ্কা শেষ পর্যন্ত আউট হয়েছেন ৫৭। সেটিও রান আউট।

২২তম ওভারে হাসানের বাউন্সারে ফাইন লেগ বাউন্ডারিতে ক্যাচ তোলেন করুনারত্নে, কিন্তু একটু এগিয়ে দাঁড়ানোয় সাকিব ক্যাচটি ধরতে পারেননি। উল্টো তা ছয় হয়ে যায়। করুনারত্নে তখন ২২ রানে। পরে করুনারত্নেকে সরাসরি থ্রোতে রানআউট করার সুযোগ হাতছাড়া করেছেন মেহেদী হাসান মিরাজও। শেষ পর্যন্ত করুনারত্নে আউট হয়েছেন ৮৬ রানে। উইকেটটি অবশ্যই হাসানই পেয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর প্রথম উইকেট।

দ্বিতীয় সেশনে ভাগ্য বাংলাদেশের দিকে ফিরে তাকায়। ২৯তম ওভারে ভুল বোঝাবুঝিতে রানআউট হন মাদুষ্কা। তাতে ৯৬ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙে। যদিও উইকেট পতনে শ্রীলঙ্কার খুব একটা ক্ষতি হয়নি। তিনে নামা কুশল মেন্ডিসকে নিয়ে ১১৪ রানের আরও একটি জুটি গড়েন করুনারত্নে। নিজেও হাফ সেঞ্চুরি করে এগোচ্ছিলেন সেঞ্চুরির দিকে।

কিন্তু আঁটসাঁট লাইন-লেংথে বল করে যাওয়া হাসান এসে করুনারত্নেকে থামান। ৫৫তম ওভারে হাসানের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে স্টাম্পে বল টেনে আনেন করুনারত্নে। ১২৯ বলে ৮৬ রানে থামে তাঁর ইনিংস, ৮টি চার ও ১টি ছক্কা ছিল তাতে।

করুনারত্নের চেয়েও সেঞ্চুরির বেশি কাছে গিয়ে আউট হয়েছেন কুশল মেন্ডিস। নব্বইয়ের ঘরে পৌঁছে যাওয়া মেন্ডিস খেলছিলেন স্বচ্ছন্দেই। বল পুরোনো হয়ে গেছে, কোনো টার্ন কিংবা বাউন্সের চ্যালেঞ্জ নেই। লম্বা সময় এমন নির্বিষ বোলিংয়ের পর হঠাৎই সাকিবের করা ৭২তম ওভারের একটি বল টার্ন পেল, বাউন্সও। সেটাই মেন্ডিসের জন্য কাল হয়ে গেল। লাফিয়ে ওঠা সেই বল সামনে এসে ডিফেন্স করা মেন্ডিসের ব্যাটের কাঁধ ছুঁয়ে যায় স্লিপে থাকা মিরাজের হাতে। ১৫০ বলে ৯৩ রানে থামে মেন্ডিসের ইনিংস।

দ্বিতীয় নতুন বলও বাংলাদেশকে নিরাশ করেনি। শেষ বেলায় ৮১তম ওভারে বোলিংয়ে এসে হাসান ফেরান অভিজ্ঞ অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে। অফ স্টাম্পের বাইরের বলে তৃতীয় স্লিপে দাঁড়ানো মিরাজের হাতে ক্যাচ তোলেন ম্যাথুস (২৩)। দিনের বাকি সময় আর কোনো ক্ষতি হতে দেননি আরেক অভিজ্ঞ দিনেশ চান্ডিমাল ও ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা। দুজন ২৫ রানের জুটি গড়ে অবিচ্ছিন্ন থেকেই মাঠ ছাড়েন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**